কর্পূর-মঞ্জরী

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সান্যাল এণ্ড কোং

কলিকাতা

কর্পূর-মঞ্জরী।

কর্পূর-মঞ্জরী।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক

অনুবাদিত।

কলিকাতা

২৫ নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারত-মিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১১ সন।

মূল্য আট আনা

ভূমিকা।

কপূর্র-মঞ্জরী—ইহা সট্টক-জাতীয় একটি উপরূপক। বিদ্ধশাল-ভঞ্জিকা-নাটিকার রচয়িতা কবিবর রাজশেখর-কর্ত্তৃক ইহা বিরচিত। "সট্টক" আর সব বিষয়েই নাটিকালক্ষণাক্রান্ত; কেবল প্রভেদ এই—ইহার গদ্য পদ্য সমস্ত অংশই প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়া থাকে; ইহাতে "প্রবেশক" ও "বিষ্কম্ভক" থাকে না, এবং ইহাতে অদ্ভুতরসের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। নাটিকার ন্যায় ইহাও চারি অঙ্কে বিভক্ত। কিন্তু ইহার অঙ্কগুলি "যবনিকান্তর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অলঙ্কার শাস্ত্রাদিতে সট্টকের উদাহরণ-স্বরূপ এই কপূর্র-মঞ্জরীরই উল্লেখ দেখা যায়।

---

* "সট্টকং প্রাকৃতাশেষ পাঠ্যং স্যাদপ্রবেশকং
নচ বিষ্কম্ভকোঽপ্যত্র প্রচুরশ্চাদ্ভুতোরসঃ
অঙ্কা যবনিকাখ্যাঃ স্যুঃ স্যাদন্যন্নাটিকাসমং।"

—সাহিত্য-দর্পণ

পাত্রগণ।

(পুরুষবর্গ)

সূত্রধার।

পারিপার্শ্বিক।

রাজা।

বিদূষক। (কপিঞ্জল)

বৈতালিকদ্বয়।

ভৈরবানন্দ।—(কৌল-সম্প্রদায়ের যোগীশ্বর আচার্য্য।)

(স্ত্রীবর্গ)

রাজ্ঞী (দেবী)

বিচক্ষণা } (দাসী)
কুরঙ্গিকা

সারঙ্গিকা (রাজ্ঞীর সখী)

কর্পূর-মঞ্জরী (নায়িকা)

প্রতীহারী।

প্রথম যবনিকান্তর।

শুভ হোক্ ভারতীর, ব্যাস আদি কবিরাও
হোন্ আনন্দিত ;
বিদ্বজ্জন-গণ-প্রিয় অন্তদেরো শ্রেষ্ঠ বাণী
হোক্ প্রচলিত ,
বৈদর্ভী, মাগধী, আর প্রসিদ্ধ পাঞ্চালী রীতি
করুক মোদের প্রভা দান ;
কাব্যেতে নিপুণ যারা করুক চকোর সম
এই কাব্য-জ্যোৎস্না-সুধা পান ॥

অপিচ :—

আলিঙ্গন-বিভ্রমের নাহি যাতে যোগ,
উৎপাদিত নাহি যাতে চুম্বন-উদ্যোগ,
নাহি যাতে ঘন ঘন অঙ্গ সঞ্চালন,
এ হেন অনঙ্গ-রতি কর আস্বাদন ॥

অপিচ :—

শশি-কলা-বিভূষিত দেবতাগণের প্রিয়
সুরতাভিলাষী যেই
হর ও পার্ব্বতী

—তাঁহাদের সম্মিলন পরিশুদ্ধ নিরমল
হউক গো তোমাদের
সুখকর অতি॥

ঈর্ষা-কোপ-প্রশমিত প্রণত হইয়া যিনি
চন্দ্র-কলা-শুক্তিপূর্ণ স্বর্গ-গঙ্গাজলে
জ্যোৎস্না-মুক্তা-ফলরূপ অর্ঘ্য দেন ত্বরা করি
দুই হস্তে গিরিসুতা-চরণ-কমলে
—সে হরের জয় জয় বল' গো সকলে॥

নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ।

সূত্রধার।—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করি আমাদের কুশীলবদের পরিজনবর্গ নাট্যোদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হয়েছে কি? কেননা কেহ বা দেখ্‌ছি বস্ত্র বেছে নিচ্চে, কেহ বা ফু দিয়ে মালা গাঁথ্‌চে, কেহ বা পাগ্‌ড়ির কাপড় বিছিয়ে রাখ কেহ বা কাষ্ঠ-ফলকে রং ফলাচ্চে, কেহ বা বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে বার কচ্চে; কেহ বা বীণার পর্দ্দা ঠিক করচে, কেহ বা মৃদঙ্গ বাদ্যের জন্য সজ্জিত করচে, এই মাজাঘসা চক্‌চকে কাংস্য-কর হতে ঝন্‌ঝন্ শব্দ বেরচ্চে; আর এই ধ্রুব-গীতের আলাপ চ ব্যাপারটা কি, পরিজনদের ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করাই যাক্ না (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ডাক দিয়া আহ্বান)

পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ।

পারিপার্শ্বিক।—কি আদেশ করচেন গুরুদেব?

সূত্রধার।—(চিন্তা করিয়া) তোমরা নাট্যব্যাপারের উদ্যোগ ক না কি?

র।—মহাশয়, আজ "সট্টক"-নাট্যের অভিনয় হবে।

ধার।—আচ্ছা, তার রচনাকর্ত্তা কে বল দেখি?

রি।—আচ্ছা গুরুদেব!

রজনী-বল্লভ যেই— বল' দেখি কেবা তার
মস্তক-ভূষণ?
রঘুকুল-চূড়ামণি মহেন্দ্র পালের গুরু
—সে বা কোন্ জন?

ত্রধার।—(চিন্তা করিয়া) এ যে তোমার প্রশ্নোত্তর-হেঁয়ালী (প্রকাশ্যে) রাজ-শেখর?

রিপার্শ্বিক।—হাঁ, তিনিই তার রচয়িতা কবি।

ত্রধার।—কি বল্লে?—সট্টক?

রিপার্শ্বিক।—(স্মরণ করিয়া) পণ্ডিতেরা তাকে সট্টক বলেন।

নাটিকার অতিমাত্র অনুকৃতি যে প্রবন্ধে
—সেই সে সট্টক;
কেবল তাহাতে নাহি দুটি বস্তু—বিষ্কম্ভক
আর প্রবেশক॥

সূত্রধার।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, কবি সংস্কৃত পরিত্যাগ করে' প্রাকৃত ভাষায় রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন কেন বল দেখি?

পারিপার্শ্বিক।—সেই সর্ব্ব-ভাষা-চতুর কবি এইরূপ বলেন:—

হউক না সংস্কৃত—কিবা ফল বল' দেখি তায়?
অর্থের প্রকাশ যাতে তাহাকেই শব্দ বলা যায়।
উকতি বিশেষ কাব্য - কহে সর্ব্বলোক,
রচনার ভাষা তার যা হোক্ তা হোক্।
হউক না সংস্কৃত—তবু তার কঠোর আকার;
প্রাকৃত যদিও হয়—তবু উঁহা অতি সুকুমার।

নরনারী মাঝে যেই ভেদ পরস্পর
—সেই ভেদ এই দুই ভাষারো ভিতর ॥

সূত্রধার।—আচ্ছা, ওতে কি তিনি আপনাকে আপনি বর্ণনা করেছেন?

পারিপার্শ্বিক।—সেকালের কবিদের মধ্যে একজন, মৃগাঙ্কলেখা-আখ্যান-কারের কিরূপ বর্ণনা করচেন শ্রবণ করুন:—

নব-কবি কবিরাজ— নির্ভয় নৃপতি সেই
মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায়;
আপন মাহাত্ম্যে যিনি হয়েছেন অধিষ্ঠিত
পরম্পরা লোকের কথায় ॥
ইহার প্রসিদ্ধ কবি শ্রীরাজ-শেখর
—ত্রিভুবন আলো করে যাঁর শুভ্র কর।
মৃগাঙ্কে কলঙ্ক আছে জানে গো সকলে,
কিন্তু ইহা নিষ্কলঙ্ক সুসিদ্ধির বলে ॥

সূত্রধার।—আচ্ছা, কে এই সট্টকটি অভিনয় করতে আদেশ করলেন বল দেখি?

পারিপার্শ্বিক।—

চাহুবান-কুল মাঝে মস্তক-মালিকা-স্বরূপিণী
অবন্তি-সুন্দরী নামে কবিরাজ-শেখর গৃহিণী
নিজপতি বিরচিত এই এ রচনা
অভিনীত হইবারে করিলা বাসনা ॥

আরো:—

ধরণীর চন্দ্র যিনি— মহারাজা চন্দ্রপাল,
চক্রবর্ত্তি-পদ লভিবারে
রসসিন্ধু এই নাট্যে করেন গো পরিণয়
কুন্তল-রাজের দুহিতারে ॥

আসুন তবে গুরুদেব, এখন আমাদের যা কর্ত্তব্য তা করা যাক্। কেননা, মহারাজ ও দেবীর ভূমিকা গ্রহণ করে' আর্য্য ও আর্য্য-জায়া, যবনিকান্তরে অপেক্ষা করচেন।

(উভয়ের প্রস্থান)

ইতি প্রস্তাবনা।

—o—

সবিভব পরিজনসহ রাজা দেবী ও বিদূষকের প্রবেশ।

(সকলে পরিক্রমণ করিয়া যথাস্থানে উপবেশন)

রাজা।—দেবি! দাক্ষিণাত্য-রাজনন্দিনি! একটা সুখের সংবাদ দি শোন, বসন্তের আরম্ভ হয়েছে। দেখ না কেন:—

ষোড়শী বালারা এবে বিম্ব-ওষ্ঠে নাহি দেয়
বহুল মদন *;
সুরভি তৈল দিয়া এবে দেখ নাহি করে
বেণী বিরচন;
শীতবস্ত্র দূরে থাক্ কঞ্চুলিকাটিও অঙ্গে
না করে ধারণ;
কুঙ্কুম মাখিতে মুখে যতনের হয়েছে লাঘব;
তাই বলি, শীতে জিনি' আবির্ভূত বসন্ত-উৎসব॥

দেবী।—মহারাজ! আমিও তোমাকে দুই একটা সুখের সংবাদ দি শোন।—

শিশিরের অবসানে দন্তমণি সমধিক ভায়;
দম্পতির অঙ্গ-অঙ্গ চন্দন লেপনে মন যায়;
পদপ্রান্তে জড় করি' গাত্র-আবরণ
নিদ্রা যাইতেছে দেখ উহারা কেমন!

* পোম্‌রেট বা পোম্-মওমনের ন্যায় বিলেপন-বিশেষ।

নেপথ্যে।

বৈতালিক।—পূর্ব্বদিক্‌পতির জয় হোক্! চম্পানগরের "চম্পক"-কর্ণভূষণ যিনি তাঁর জয় হোক্! অবলীলাক্রমে যিনি রাঢ়দেশ জয় করেছেন তাঁর জয় হোক্! ভুজ-বিক্রমে যিনি কামরূপ জয় করেছেন তাঁর জয় হোক্! হরিকেলী দেশের যারা কেলীকারক তাদের জয় হোক্! সুবর্ণ-বর্ণ যার নিকট পরাভূত সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের জয় হোক্। এই নববসন্ত তোমাদের সকলেরই সুখজনক হোক্! এখানে এখন :—

"পাণ্ডদেশ-কামিনীর গণ্ডদেশ মাঝে করি'
পুলক বিস্তার,
কাঞ্চি-দেশ রমণীর খণ্ডি' মান, প্রাতঃ-সন্ধ্যা
দুই দুই বার,
লোলা চোলাঙ্গনাদের সুরত-উৎসব কেলী
করিয়া প্রবল,
কর্ণাট-অঙ্গনাদের কুঞ্চিত কুন্তল-রাশি
করায়ে' চঞ্চল,
"কুন্তল"-বাসিনীদের কান্ত-সনে স্নেহ-গ্রন্থি
করিয়া বন্ধন,
মন্দ মন্দ বহে কিবা মলয়-শিখর-বাসী
শীতল পবন ॥

দ্বিতীয়।—এখানেই :—

ফুটেচে চম্পক দেখ, কুঙ্কুম-রসেতে লিপ্ত
মহারাষ্ট্র রমণীর কপোলের ন্যায়,
ফুটেচে মল্লিকাকলি স্বল্পমাত্র-আলোড়িত-
দুগ্ধ-সম মুগ্ধকান্তি রূপসীর প্রায়,

বৃন্ত-মূলে শ্যামবর্ণ, অগ্রভাগে লগ্ন অলি
—এহেন কিংশুক শোভমান;
মনে হয়, দুই দিকে বসি' যেন মধুপেরা
মধু তার করিতেছে পান ॥

প্রিয়ে বিভ্রমলেখা! আমিই তোমার একমাত্র আনন্দবর্দ্ধক, আর তুমিই আমার একমাত্র আনন্দবর্দ্ধিনী—এই তো আমি জানি। কিন্তু কাঞ্চন-চণ্ড ও রত্ন-চণ্ড এই দুই জন বৈতালিকও দেখ আজ আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করচে। যে বসন্ত, তরুণীগণের বিভ্রমগর্ব্ব-প্রবর্ত্তক, মলয়-মারুত-আন্দোলিত লতা-নর্ত্তকদের নর্ত্তক, যে বসন্ত, কলকণ্ঠী কোকিলদের পঞ্চমস্বর সুন্দর প্রকটিত করচে, কন্দর্পের কোদণ্ড-স্বরূপ নবাঙ্কুরিত চূতমঞ্জরীর দ্বারা মানিনীর প্রচণ্ড মান দূরীকৃত করচে, বসুন্ধরা-পুরন্ধ্রীর সেই প্রিয়বন্ধু নব বসন্ত আজ দেখ চারিদিকে প্রসারিত। দেবি! এখন এই বসন্তোৎসব তুমি মনের সাধে দেখে নেও।

দেবী।—বৈতালিকেরা ঠিক্‌ই বলেচে; মলয়বাতাস সত্যই দেখা দিয়েচে। দেখ না কেন:—

লঙ্কার তোরণ-শোভী মালিকা-সমূহে যে গো
অল্প অল্প করে বিচলিত,
অগস্ত্য-আশ্রম-দেশে চন্দন, কর্পূর-লতা
মৃদুমন্দ করে আন্দোলিত,
কাঁপায় কঙ্কোলী-লতা আর, চারু তাম্বূলের
লতিকারে ঈষৎ নাচায়,
"তাম্রপর্ণী"-সলিলেরে আগ্রহে চুম্বন করে,
—বহে এবে সেই চৈত্র-বায় ॥

অপিচ :—

"মান কর বিসর্জ্জন, সতৃষ্ণ নয়নে দেখ
আপন বল্লভে ;
পীনস্তন-সংলগন তরুণী-যৌবন শুধু
দিন দশ র'বে।"

—এইরূপে পিকগণ মঞ্জু কণ্ঠরবে
পঞ্চশর-আজ্ঞা ঘোষে মধু-মহোৎসবে ॥

বিদূষক।—ওগো! তোমাদের মধ্যে আমিই একমাত্র পণ্ডিত। দেখ, আমার শ্বশুরের শ্বশুর, পণ্ডিতের ঘরে পুস্তক বহন করতেন।

দাসী।—(হাসিয়া) তা হলে দেখচি তোমার পাণ্ডিত্য কুলপরম্পরাগত।

বিদূষক।—(সক্রোধে) আরে দাসীর বেটী দাসী!—ভবিষ্যৎ কুট্টিনি! অলক্ষণে!—অবিচক্ষণে! আমি কি এমনি মূর্খ যে তুই পর্য্যন্ত আমাকে উপহাস করিস্? আরে পরপুত্র-বিভ্রংসিনি রথ্যালুণ্ঠিনি! কোষাপহারিণি! কুসঙ্গিনি! ভ্রমর-বৃত্তি-চারিণি!

বিচক্ষণা।—ওগো তাই বটে। কোন্ ঘোড়ার কতদূর দৌড় তা যে দেখে সেই জানে, অন্যকে তা জিজ্ঞাসা করতে হয় না। আচ্ছা ঠাকুর তুমি বসন্ত বর্ণনা করে' একটা কবিতা পাঠ কর দেখি।

বিদূ।—তুই তো পিঁজরের শালিকের মত কেবল কিচির মিচির করিস্ বৈ তো নয়, তুই এসব কি বুঝবি? আচ্ছা আমি প্রিয়বয়স্যের কাছে আর দেবীর কাছে পাঠ করচি। কেননা, মৃগনাভি কখনো কুগ্রামে কিম্বা বনে বিক্রী হয় না, কষ্টিপাথর ছাড়া যে-সে পাথরে কখনো সোণা পরখ করা যায় না।

রাজা।—আচ্ছা প্রিয় বয়স্য, পাঠ কর দিকি শোনা যাক্।

বিদূষক।—(পঠন)

যে সিন্দুবার-তরু "কলমা"-তণ্ডুল সম
উৎপাদয়ে কুসুম-নিকর
—তাই মোর প্রিয় ;
"বিচকিল"-বিটপের যে সব কুসুম-পুঞ্জ
মহিষের দুগ্ধ-সম মুগ্ধ মনোহর
তাই মোর প্রিয় ॥

বিচক্ষণ।—এ কবিতাটিতে তোমার নিজ প্রিয়ার মনোরঞ্জন হতে পারে বটে!

বিদূষক।—ওরে আমার মধুরভাষিণি!—এইবার তুমি একটা পাঠ কর দিকি।

দেবী।—(মুচ্‌কি হাসিয়া) ওলো সখি বিচক্ষণে! আমাদের কাছে তো তুই খুব কবিত্ব ফলাস্‌। আচ্ছা এইবার মহারাজের কাছে তোর একটা স্বয়ংকৃত কবিতা পাঠ কর্‌ দিকি। কেননা, কবিতা বলি তাকে যা সভায় পাঠ করা যায়, সুবর্ণ বলি তাকে যা কষ্টি-পাথরে পরখ করা যায়। সেই গৃহিণী যে পতির মনোরঞ্জন করে, সেই পুত্র যে কুলকে উজ্জ্বল করে।

বিচক্ষণা।—যে আজ্ঞে দেবি! (পঠন)

যে মলয়-সমীরণ লঙ্কা-গিরি-মেখলায়
হইয়া স্খলিত
সুরত-সম্ভোগ-ক্লান্ত ভুজগ-ফণার গ্রাসে
হয়ে কবলিত
হয়েছিল অতি ক্ষীণ —বিরহিণী-দীর্ঘশ্বাসে
এবে তা' সহসা,
শিশুত্ব ঘুচিয়া যেন লভিলেক পরিপূর্ণ
তারুণ্যের দশা ॥

রাজা।—কথার চতুরতায়, বিচক্ষণা বিচক্ষণাই বটে! কি আর বল্‌ব, বিচক্ষণা কবিগণেরও কবি।

দেবী।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) ও একজন কবি-চূড়ামণি!

বিদূষক।—(সক্রোধে) সোজা কথায় দেবী কি তবে এই কথা বল্‌চেন যে কবিতায় বিচক্ষণা অতি উত্তম, আর ব্রাহ্মণ কপিঞ্জল অতি অধম?

বিচক্ষণা।—ঠাকুর! রাগ কোরো না। কবিতাতেই কবির কবিত্ব জানা যায়। নিজ কান্তার মনোরঞ্জনযোগ্য হলেও, সুকুমার পদাবলী থাক্‌লেও, কবিতার মধ্যে নিজ উদর পূরণের কথা থাকাটা নিন্দনীয়। সে কেমন?—না, যেমন লম্বিত-স্তনা রমণীর একাবলী হার পরা, লম্বোদরীর কাঁচুলী পরা, বৃদ্ধার কটাক্ষ হানা, চুল-কাটা মেয়ের মালতী ফুলের মালা পরা, কানার চোখে কাজল দেওয়া,—এ সব কিছুতেই মানায় না।

বিদূষক।—কিন্তু তোমার কবিতার ভাব সুন্দর হলেও তোমার শব্দগুলি সুন্দর নয়। সে কেমন?—না যেমন, সোণার কোমরবন্ধে লোহার ঘণ্টি ঝোলানো, পট্টবস্ত্রে তসর বোনা, গৌরাঙ্গীর চন্দন-চর্চ্চা;—এ সবও মানায় না। তবুও তো লোকে তোমার প্রশংসা করে।

বিচক্ষণা।—ঠাকুর, রেগো না। তোমার সঙ্গে কি আমার টক্করাটক্করি চলে? নিরক্ষর হলেও, লৌহ-শলাকার মত, তুমি রত্ন-পরীক্ষায় নিয়োজিত, আর আমি লব্ধাক্ষর হলেও, তুলার মত আমাকে কেউ সোণার ভাঁড়ে স্থাপন করে না।

বিদূষক।—আমাকে তুই এমন কথা বল্লি, রোস্‌ আমি যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নামক তোর দুই অঙ্গ (অর্থাৎ কর্ণদ্বয়) এখনি উৎপাটন করি।

বিচক্ষণা।—আমিও, উত্তর ফাল্গুনীর পরে যে নক্ষত্রটি, সেই নক্ষত্র নামক তোমার অঙ্গটিকে ভেঙে দি (অর্থাৎ হস্তা, কি না হাত ভেঙে দি)।

রাজা।—সখা! ওকে ওরূপ বোলো না। ও কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বিদূষক।—তা হলে তো পষ্ট এই কথাই বলা হচ্চে যে, হরিচন্দ্র, নন্দিচন্দ্র, কোটিশহাল প্রভৃতি কবিদের চেয়েও সুকবি।

রাজা।—তাই তো।

বিচক্ষণা।—(সক্রোধে পরিক্রমণ)

বিচক্ষণা।—ওগো তুমি সেইখানে যাও যেখানে আমার প্রথম সাড়ীটি গেছে। (অর্থাৎ আমার প্রথম সাড়ীর মত তুমি ছিন্ন হও, অর্থাৎ মর')।

বিদূষক।— ঘাড় বাঁকাইয়া) তুই সেইখানে যা যেখানে আমার মায়ের প্রথম দাঁতগুলি গেছে। সে রাজবাড়ীর মঙ্গল হোক্ যেখানে একজন দাসী, ব্রাহ্মণের সমান বলে' স্পর্দ্ধা করে; যেখানে মদ্য ও পঞ্চগব্যকে এক ভাঁড়ে রাখা হয়; যেখানে কাচ ও মাণিক্য উভয়-কেই সমান দরের আভরণ বলে' মনে করা হয়।

দাসী।—এই রাজবাটীতে, তোমার কণ্ঠে তাই পড়ুক্ যা ভগবান ত্রিলোচন মস্তকে ধারণ করেন। (অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র) আর তাই দিয়ে তোমার মুখ চূর্ণ করা হোক্, যার দ্বারা অশোক গাছের সাধ দেওয়া হয়। (অর্থাৎ পদাঘাত)

বিদূষক।—আরে বেটি দাসি! ঠেঁটী কোথাকারে! অর্থপ্রবঞ্চিনি! রথ্যালুণ্ঠিনি! আমাকে তুই এরূপ কথা বল্লি? তুই যেন তাই পা'স্ যা ফাল্গুন মাসে শোভাঞ্জনতরু (সোজ্‌নে গাছ) লোকের কাছ থেকে পেয়ে থাকে (অর্থাৎ শাখাভঙ্গ) যা বলীবর্দ্দেরা (ষাঁড়েরা) পামর-দের কাছে পেয়ে থাকে। (অর্থাৎ নাসিকা ছেদন)

বিচক্ষণা।—তুমি যে আমাকে এরূপ বল্লে, আমি নূপুর পায়ে তোমার মুখ ভেঙে দেব তা জানো? আরও উত্তর আষাঢ়ের পরে যে নক্ষত্রটী (অর্থাৎ শ্রবণ নক্ষত্র কিনা কর্ণযুগল) সেই নক্ষত্র নামক অঙ্গটিকে ছিঁড়ে ফেলে দেব।

বিদূষক।—(সক্রোধে পরিক্রমণ করতঃ যবনিকান্তরে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) এমন রাজবাড়ী ত্যাগ করা উচিত যেখানে ব্রাহ্মণের সমান বলে' একজন দাসী স্পর্দ্ধা করে। আজ থেকে, নিজ গৃহিণী বসুন্ধরা-ব্রাহ্মণীর চরণ-সেবায় নিযুক্ত হয়ে গৃহেই থাক্‌ব। (সকলের হাস্য)

দেবী।—মহারাজ। কপিঞ্জল বিনা রাজ-সভাই বা কিরূপ? নয়নাঞ্জন বিনা প্রসাধনই বা কিরূপ?

আকাশে।—না না, আমি আর কখনই আস্‌ব না। তুমি আর কোন প্রিয়-বয়স্যের অন্বেষণ কর। অথবা এই লম্বস্তনী টপ্পরকর্ণী (যার কুলোপানা কান) দুষ্ট দাসীকে পাগড়ি পরিয়ে আমার কাজে নিযুক্ত করা হোক্। তোমাদের সকলের মধ্যে আমিই কেবল মৃত, তোমরা শতবর্ষ বেঁচে থাকো। (প্রস্থান)

বিচক্ষণা।—ওকে আদর দেবেন না। কপিঞ্জল ঠাকুর নরম হলেই গরম, আর গরম হলেই নরম। দেখুন, জল দিয়ে ভিজোলে, শোণের দড়ির গেরো আরো এঁটে যায়। দেবি, ওর ব্যবহারটা একবার দেখুন।

রাজা।—(চারি দিকে অবলোকন করিয়া)

গোপ-বধূজন সবে গাইতে গাইতে গান
চরণে দোলায় যবে
মনোহর দোলা,
দেখেন দিনেশ তাহা খঞ্জ-অশ্ব-রথে চড়ি',
তাই-অতি দীর্ঘ বলি'
মনে হয় বেলা॥

যবনিকা অপসারণ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি বিদূষকের প্রবেশ।

বিদূষক।—আসন দে—আসন দে।

রাজা।—আসনে কি হবে?

বিদূষক।—ভৈরবানন্দ আস্‌চেন।

দেবী।—কি! তিনি?—লোকের মুখে যাঁর অলৌকিক সিদ্ধির কথা শোনা যায়?

বিদূষক।—হাঁ তিনিই।

রাজা।—তাঁকে নিয়ে এসো।

বিদূষক প্রস্থান করিয়া তাঁহার সহিত পুনঃপ্রবেশ।

ভৈরবানন্দ।—(কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিয়া পাঠ)

কিবা মন্ত্র কিবা ধ্যান, কিবা তন্ত্র কিবা জ্ঞান,
এ সব কিছুই নহে—গুরুর প্রসাদে।
অনুসরি কৌল-মার্গ লভি মোক্ষ অপবর্গ,
মদিরা প্রমদা মোরা ভুঞ্জি মনসাধে॥
কি বিধবা কি সধবা, তন্ত্রেতে দীক্ষিতা যেবা,
ধর্ম্মদারা মোদের সবাই।
খাই মাংস, খাই মদ্য, ভিক্ষায় সংগ্রহ খাদ্য,
চর্ম্ম-খণ্ডে শয়ন বিছাই।
এই কৌলাচার ধর্ম্ম কার কাছে নহে রম্য
বল' দেখি সবারে সুধাই॥

অপিচ :—

হরি-ব্রহ্মা-আদি-দেব কহেন গো—"হয় মুক্তিলাভ
ধ্যানে, বেদ পাঠে, আর, অনুষ্ঠান করি' যজ্ঞ-যাগ",
কিন্তু এই কথা শুধু কহে উমাপতি
—"রতি-কেলি-সুরাতেও হয় গো মুকতি॥"

রাজা।—এই আসন; বসুন ভৈরবানন্দ।

ভৈরবানন্দ।—(বসিয়া) এখন কি কর্‌তে হবে বলুন।

রাজা।—একটা কোন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

ভৈরবানন্দ।—দেখাব যে শশাঙ্করে ভূতলে নামায়ে,

নভ-পথে রবি-রথে দিব গো থামায়ে।
যক্ষ-সুর-সিদ্ধাঙ্গনা আনি দিব সদ্য,
নাহি কিছু ভূমণ্ডলে যা' মোর অসাধ্য॥

তা, এখন বলুন, কি কর্‌তে হবে।

রাজা।—বয়স্য! তুমি কি কোথাও কোন অপূর্ব্ব মহিলা-রত্ন দেখেছ?

বিদূষক।—দেখেছি বৈ কি।

রাজা।—কোথায় বল দেখি?

বিদূষক।—এই দাক্ষিণাত্যে বৈদর্ভ নামে এক নগর আছে, সেই খানে এক কন্যারত্ন দেখেছি। তাকেই আনা হোক্ না।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা আন্‌চি।

রাজা।—সেই পূর্ণচন্দ্রকেই ধরাতলে নামানো হোক্ না।

(ভৈরবানন্দের ধ্যান)

(পরে, যবনিকা অপসারণ করিয়া সহসা
নায়িকার প্রবেশ ও সকলের দর্শন)

রাজা।—ও হোহো! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

অঞ্জন ধুইয়া গেছে, আঁখি দুটি রাঙা।
আননে লাগিয়া আছে অলকের আগা,
কুন্তল-পল্লবচয় আ-পাণি লম্বিত,
বিন্দু বিন্দু বারি তাহে হয় আন্দোলিত।
স্নান-কেলি-স্থিতা বলি' পরিধানে একটি বসন,
কি আশ্চর্য্য নারী এই যোগীশ্বর করে আনয়ন॥

অপিচ ঃ—

ঘন-জঘনস্থল হতে, বাসাঞ্চল পড়িছে খসিয়া,
এক হস্তে তাই দেখ, কত করি' রাখে সামালিয়া।
অন্য হাতে আটকিছে, কটির বসন বিচলিত,
হেন চিত্র কার চিত্তে, বল' দেখি না হয় চিত্রিত ?

বিদূষক।—

স্নান-কালে হইয়াছে, পরিত্যক্ত সর্ব্ব আভরণ,
বিভ্রম-তরঙ্গ-ভঙ্গ, একমাত্র ইঁহার ভূষণ।
আর্দ্র এ বসন লাগি, দেখ কিবা তনু লোমাঞ্চিত,
সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্ব-ধন, দৃষ্টি মাঝে যেন রে সঞ্চিত॥

নায়িকা।—(সকলকে অবলোকন করিয়া স্বগত) এঁর গম্ভীর-মধুর শ্রী সৌন্দর্য্য দেখে মনে হয়, ইনি কোন মহারাজা হবেন। আর ইনিই বোধ হয় এঁর মহিষী। যেন হরের অর্দ্ধাঙ্গিনী সাক্ষাৎ গৌরী। আর ইনি কোন যোগীশ্বর হবেন। আর এরা বুঝি পরিজন। কিন্তু নিজ মহিলা নিকটে থাকা সত্বেও রাজা আমাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখ্‌ছেন। (ত্রস্তভাবে দর্শন)

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি চুপিচুপি) ইঁহার ঃ—

কণ্টকিত কেতকীর ডোঙা পারা দল-সম
তুলা যে আঁখির
তাহা হতে সুতরল তীখন কটাক্ষচ্ছটা
হইয়া বাহির
কর্পূরের রসে কি গো ধবলিত করিল আমায় ?
স্নাত কি করিল মোরে সুবিশদ জোছনা-ধারায় ?
মুকুতার ঘন রেণু দিল কি গো মাখাইয়া গায় ?

বিদূষক।—আহা! কি চমৎকার রূপ!

ত্রিবলি-বেষ্টিত কটি— বালকে করিতে পারে
মুঠায় ধারণ ;
জঘনের পরিসর দুই বাহু দিয়া তবে
হয় গো বেষ্টন।
নেত্রের উপমাস্থল যাহা কিছু বিশাল ধরায়।
প্রত্যক্ষ করিলেও—চিত্তে এঁরে লেখা নাহি যায়॥

যদিও স্নানে সমস্ত বিলেপন ধুয়ে গেছে, যদিও সমস্ত ভূষণ অঙ্গ হতে নাবিয়ে রেখেছেন, তবু কেমন সুন্দর দেখাচ্চে!

অথবা :—

রূপহীনা যে রমণী, তার শোভা অলঙ্কারে
হয় বিভূষিত ;
স্বভাব-সুন্দর যে গো তার শোভা তাহে শুধু
হয় বিকশিত॥

রাজা।—এইরূপই বটে।

বর্ণের লাবণ্য যেন নবজাত সুবর্ণের প্রায় ;
সুদীর্ঘ নয়ন যেন শ্রুতিযুগে গড়াইয়া যায় ;
কপোল-ফলক যেন দ্বিখণ্ডিত-চক্র-আধখান ;
পঞ্চশর কামদেব লয়ে হাতে নিজ পঞ্চবাণ
শোষণ-মোহন শর সন্ধান করিয়া আমা'পরে,
রাখিলা নিকটে এঁরে—আমারেই বিঁধিবার তরে।

বিদূষক।—(হাসিয়া) জানি এঁর শোভা-রত্ন সকল রাস্তায় পড়ে' গড়াগড়ি যাচ্চে।

সুন্দর কামিনী-অঙ্গ—নিজ গুণে অলঙ্কৃত—
স্বভাবতঃ কিবা শোভা পায় ;

অপর রমণীদের তনু-শ্রীটি আচ্ছাদিয়া
বসন-ভূষণ শুধু ভায়।
এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য যাঁহার
ধৃতধনু অনঙ্গ সে নিত্য ভৃত্য তাঁর॥

অপিচ :—

জঘন বিস্তৃত হেন,—কাঞ্চীলতা তিষ্ঠিতে না পারে;
স্তনযুগ উচ্চ হেন,—স্তনমুখ নাভি না নেহারে;
নয়ন বিশাল হেন,—কর্ণোৎপলে নাহি প্রয়োজন;
দ্বিচন্দ্র-পূর্ণিমা-প্রায় তাঁর সেই উজ্জ্বল আনন॥

—ওগো কপিঞ্জল ঠাকুর! তুমি জিজ্ঞাসা কর দিকি উনি কে?

।—(তাহার প্রতি) এস গো সুন্দরি! এইখানে বসো। বল ক তুমি কে?

রাজা।—এঁর জন্য আসন।

বিদূষক।—আমার এই উত্তরীয়ই এঁর আসন। (বসিবার জন্য নিজ উত্তরীয় দান) ওগো! এখন বল দিকি যা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম।

নায়িকা।—এই কুন্তলদেশে বিদর্ভ নামে এক নগর আছে, সেখানে সর্ব্বজনবল্লভ বল্লভরাজ নামে এক রাজা আছেন।

দেবী।—(স্বগত) তিনি তো আমার মেসো হন।

নায়িকা।—তাঁর গৃহিণীর নাম শশিপ্রভা।

দেবী।—(স্বগত) তিনি তো আমার মাসী।

নায়িকা।—আমি তাঁদেরই কন্যা।

দেবী।—(স্বগত) শশিপ্রভার গর্ভ-ভিন্ন এরূপ রূপরাশি আর কোথায় সম্ভব? বৈদূর্য্যভূমির গর্ভ-ভিন্ন, বৈদূর্য্য-শলাকা আর কোথায় জন্মে? (প্রকাশ্যে) তুমি তবে কর্পূরমঞ্জরী?

নায়িকা।—(সলজ্জে অধোমুখে অবস্থান)

কর্পূরমঞ্জরী।—দিদি! কর্পূরমঞ্জরীর এই প্রথম প্রণাম গ্রহণ করুন।

দেবী।—ভৈরবানন্দ মহাশয়! আপনার প্রসাদে, কর্পূর-মঞ্জরীকে দেখে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করলেম। ইনি পনর দিন এইখানেই থাকুন। তার পর, ধ্যানের ব্যোমযানে তুলে আবার ওঁকে নিয়ে যাবেন।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা, দেবী যা বল্‌চেন তাই হবে।

বিদূষক।—(রাজাকে উদ্দেশ করিয়া) ওগো আমরা দুজনেই নিঃসম্পর্কীয় বাহিরের লোক। নিজ আত্মীয়ের সঙ্গে এঁর মিলন হল। এঁরা তো সম্পর্কে দুই ভগিনী। আর পুরুষ ভৈরবানন্দই এ দুইজনের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিলেন। ভু-সরস্বতী মহিলাটী দেবীর দ্বিতীয় দেহ বল্লেও হয়।

দেবী।—ভৈরবানন্দ, কর্পূরমঞ্জরীর সঙ্গে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মিলন ঘটিয়ে দিলেন, ওঁকে বিশেষরূপে তুষ্ট করা কর্ত্তব্য।

বিচক্ষণা।—যে আজ্ঞে দেবি।

দেবী।—(রাজার প্রতি) মহারাজ, আমি তবে এঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে এঁর বেশভূষার আয়োজন করিগে।

রাজা।—চম্পক-লতার আলবাল, কস্তুরী কর্পূরেই পূর্ণ করা উচিত।

(নেপথ্যে)

একজন বৈতালিক।—মহারাজের সুখ-সন্ধ্যা হোক্!

দিবসের পিণ্ডীকৃত জীবনের প্রায়
তপন-মণ্ডল ওই, গেল যে কোথায়
এই মুহূর্ত্তের মাঝে—নাহি জানে কেহ;
কিন্তু গো নলিনী ভাবি' নাথের বিরহ
অতি দীর্ঘ—সেই শোকে হইয়া মূর্চ্ছিত,
পঙ্কজ-নয়ন তার করে নিমীলিত॥

লীলামণি-বিনির্ম্মিত * বলভী যাহাতে অবস্থিত,
আর, নানা চিত্রে যার ভিতরের প্রাচীর চিত্রিত,
হেন বাসগৃহ-দ্বার কিঙ্করীরা করি উদ্ঘাটন,
বিছায় গো তাড়াতাড়ি ঋতু-যোগ্য বিলাস-শয়ন,
শিল্পীনারী সৈরিন্ধ্রীর † পট্টনাদ হয় সমুত্থিত,
--রুষ্ট তুষ্ট নারীদের মধুর হুঙ্কার বিনিঃসৃত ॥

রাজা।—চল, আমরাও সন্ধ্যার বন্দনা করি গিয়ে।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি প্রথম যবনিকান্তর।

---

* গৃহের ছাদের উপর মন্দির-চূড়াবৎ কপোত-নিলয়।

† প্রস্তর দ্বারা কোন দ্রব্য চূর্ণ করিবার শব্দ।

দ্বিতীয় যবনিকান্তর।

রাজা ও প্রতীহারীর প্রবেশ।

প্রতীহারী।—(পরিক্রমণ করিয়া) এই দিক দিয়ে মহারাজ—এই দিক দিয়ে।

রাজা।—(কিয়ৎ পদ গমন করিয়া, কর্পূর-মঞ্জরীকে মনে করিয়া)

একচিত্তে মগ্ন বালা ধ্যানেতে আমার,
চারি ভাব দেখা দেয় তনুতে উহার:—
সুস্থির নিতম্ব দেশ—তিলমাত্র নহে বিচলিত;
উদরের বলী-রেখা অল্প-অল্প হয় তরঙ্গিত;
আমা পানে চাহি' দেখে, ফিরি ফিরি গ্রীবা বাঁকাইয়া;
ফিরাইতে চন্দ্রানন, স্তনে পড়ে কুন্তল লুটিয়া॥

প্রতীহারী।—(স্বগত) একি! একটা পাততাড়ির মত—কতকগুল লেখা অক্ষরের মত এখনও যে মহারাজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন! আচ্ছা, আমি বসন্ত বর্ণনা করে' ওঁর উদ্গত হৃদয়ের আবেগটা একটু কমিয়ে' দি। (প্রকাশ্যে) অল্প-অল্প বিকশিত এই পুষ্পোদ্যানের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন মহারাজ।

কোকিলার কণ্ঠরোধ প্রথমেই করিয়া মোচন,
অলির গুঞ্জন-রবে মধুরিমা করিয়া অর্পণ,
বিরহী কোকিল-মাঝে সঞ্চারিয়া রাগ পঞ্চস্বর,
দেখা দেয় রতি-ভোগ্য রাগোন্মত্ত বসন্ত-বাসর॥

রাজা।—(সানুরাগে তাহা শ্রবণ করিয়া)

যে আঁখি দর্শন করি' সভাজন-নেত্র-মাঝে
লাবণ্যের শত নদী হয় বহমান;
সৌভাগ্যের পারস্থিত যে আঁখি-নগর-মাঝে
বিভ্রম-বিলাস-হাস করে অবস্থান;
সেই পদ্ম-সর-আঁখি অন্তরে শৃঙ্গার-রস
করে সঞ্জীবিত;
তাহে পুন কন্দর্প ধনুকেতে তীক্ষ্ণ শর
করে সংযোজিত॥

(সোন্মাদের ন্যায়) সেই হরিণ-নয়নাকে যে অবধি দর্শন করেছি সেই অবধিই সে :—

চিত্তে মোর অবস্থিত;— নাহি সে সৌন্দর্য্য-মাঝে
তিল মাত্র ক্ষয়।
লুণ্ঠে সে শয্যায় মোর, সঞ্চরণ করে সে যে
সর্ব্ব দিক্-ময়।
রহে সে বচনে মোর, কাব্যের প্রবন্ধ-মাঝে
তাহারি উদয়;
ওই তরুণীর রূপ চির ধ্যান করিলেও
অটুট অক্ষয়॥

অপিচ :—

তার সেই তীক্ষ্ণতম সুচপল নয়নের
তৃতীয়াংশ-মাত্র দৃষ্টি
পড়ে যার পানে,
আহত হয় গো সেই —মদন, মধুপ, চন্দ্র,
আর বন-কোকিলের
পঞ্চম-সুতানে;

কিন্তু তার পূর্ণ দৃষ্টি যদি কারো'পরে কভু
হয় নিপতিত,
তবে আর রক্ষা নাই— তিল-জলাঞ্জলি-যোগ্য
হয় সে নিশ্চিত॥

(স্মরণের ভাবে) অপিচ :—

নয়নের অগ্রভাগে, সারি সারি রহে কত ভৃঙ্গ ;
আর তারি মধ্যদেশে—ঘনীভূত দুগ্ধের তরঙ্গ ;
—তির্য্যক্ দৃষ্টিতে রাজে' ধৃতধনু সাক্ষাৎ অনঙ্গ॥

(চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্যের এত বিলম্ব হচ্চে কেন ?

বিদূষক ও বিচক্ষণার প্রবেশ ও পরিক্রমণ।

বিদূষক।—বলি ওগো বিচক্ষণা, এ সব কি সত্যি ?

বিচক্ষণা।—খুবই সত্যি।

বিদূষক।—আমার প্রত্যয় হয় না ; কেননা, তুমি বড় পরিহাসশীলা।

বিচক্ষণা।—ঠাকুর ! ও কথা বোলো না। পরিহাসের সময়ে পরিহাস—আবার কাজের সময়ে কাজ।

বিদূষক।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

এই যে, আমার প্রিয় বয়স্য মানস-হারা হংসের মত, মদবারি-স্রাবে ক্ষীণ করীর মত, তাপম্লান মৃণালের মত, বিগতপ্রভ দিন-দীপের মত,' প্রভাতের পূর্ণচন্দ্রের মত, একেবারে পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছেন।

উভয়ে।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজের জয় হোক্ !

রাজা।—ওহে ! বিচক্ষণার সঙ্গে দেখ্‌চি তোমার আবার মিল হয়ে গেছে।

বিদূষক।—বিচক্ষণা আজ আমার সঙ্গে সন্ধি করতে এসেছিল। তার

সঙ্গে আমার সন্ধি হয়ে গেছে—তাই আজ সারা-বেলাটা দুজনে মিলে মন্ত্রণা করা গেছে।

রাজা।—সন্ধি করে' ফলটা কি হ'ল বল দিকি।

বিদূষক।—কোন প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচক্ষণা পত্র নিয়ে এসেছে।

রাজা।—(গন্ধ সূচনা করিয়া) যেন কোত্থেকে কেতকীকুসুমের গন্ধ আসচে।

বিচক্ষণা।—আমার হাতেই কেতকীপত্রের লিপি রয়েছে।

রাজা।—বসন্তকালে কেতকী কুসুম কি করে' এল?

বিচক্ষণা।—ভৈরবানন্দ-দত্ত মন্ত্র-প্রভাবে, দেবীর গৃহোদ্যানে একটি কেতকীলতায় ফুল ধরেছে। যে চতুর্থীতে দোলোৎসবের শেষ হয়, সেই সময় দেবী ঐ কেতকীর পাতা দিয়ে গৌরীর অর্চ্চনা করেছিলেন। তার মধ্যে দুটি পাতা কনিষ্ঠা ভগিনী কর্পূর-মঞ্জরীকে তিনি দেন।—কর্পূর-মঞ্জরী তার একটি পাতায় গৌরীর অর্চ্চনা করেন—অন্যটিতে:—

মৃগনাভি-মসী দিয়া দুইটি শোলোক লিখি'
পাঠাইলা সখী তব এ কেতকী-পুষ্প-লিপি॥

রাজা।—(খুলিয়া পাঠ)

"কুসুমের রসে হংসী পিঙ্গল বরণে তনু
করয়ে রঞ্জিত;
হংসী-পতি হংস তাই ভাবি' তারে চক্রবাকী
হইল বঞ্চিত।
এক স্থানে থাকিয়াও তিলার্দ্ধও তব দৃষ্টি
নাহি আমা পানে;
বুঝি এই কষ্ট মোর —নিজ পূর্ব্ব-দুষ্কৃতির
ফল পরিণামে॥"

(দুই তিন বার পাঠ করিয়া) এই অক্ষরগুলিকে মদনের রসায়ন বল্লেও হয়।

বিচক্ষণা।—প্রিয় সখীর অবস্থা বর্ণনা করে দ্বিতীয় কবিতাটি আমিই রচনা করেছি, মহারাজ পাঠ করুন।

রাজা।—(পাঠ)

তোমার বিরহে, এঁর —দীর্ঘ দিবানিশা-সহ—
নিঃশ্বাসো দীরঘ অতিশয়;
মণি-বলয়ের সাথে স্খলিত হয় গো এঁর
নেত্র হতে অশ্রু বিন্দুচয়;
উদ্বেগিনী তনুলতা শুখায়ে যেতেছে দিন দিন
তা-সহ জীবিত-আশা, ক্রমশঃই হইতেছে ক্ষীণ॥"

আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুলক্ষণা ওঁর অবস্থা বর্ণনা করে' এই পত্রে যে শ্লোকটি লিখেছেন, মহারাজ তা' শুনুন।

হারগাছি-সমতুল্য সুদীর্ঘ নিশ্বাস সদা বহে;
চন্দনে যন্ত্রণা দেয়; চন্দ্রমা তনুরে শুধু দহে;
স্মিত-সম মুখেতেও হাস্য-শোভা যেন গো মিলায়;
অঙ্গগুলি পাণ্ডুবর্ণ দিবসের শশিকলা-প্রায়।
তোমা-তরে হে সুন্দর! অশ্রুবারি হয়ে বিগলিত
সরিৎ-আকারে যেন অহর্নিশ হয় প্রবাহিত॥

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) কি আর বল্‌ব! সুকবিত্বে ইনি তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীই বটেন।

বিদূষক।—এই বিচক্ষণা মহীতল-সরস্বতী; আর এঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ত্রিভুবন সরস্বতী। এঁদের সঙ্গে আমি আর টক্করা-টক্করি কর্‌ব না। তবে, আমার নিজের ধরণে মদনাবস্থা বর্ণনা করে' একটা কবিতা লিখেছি, সেইটে শোনাই।

রাজা।—আচ্ছা পড় দিকি শোনা যাক্।

বিদূষক।—

জোছনা কত না উষ্ণ, চন্দন সে গরলের প্রায়;
হার সে ক্ষতের ক্ষার, দেহ দহে রজনীর বায়;
মৃণাল করাল-বাণ, জলে শুধু তনুলতা জলে,
যদবধি হেরিয়াছি সে পঙ্কজ-বদন-মণ্ডলে॥

বয়স্য! কিঞ্চিৎ চন্দনরস তোমারও লাভ হবে। এখন তাঁর সমস্ত বৃত্তান্তটা বল' দিকি। অন্তঃপুরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দেবী কি করলেন?

বিদূষক।—তাঁকে মণ্ডিত, তিলকিত, ভূষিত ও তোষিত করলেন।

রাজা।—বিচক্ষণা, তুমি বল, দেবী কি করলেন।

বিচক্ষণা।—

ঘর্ষিত হল অঙ্গে মৃত্তিকা কোমল;
কুঙ্কুমের পঙ্কে তনু হইল পিঙ্গল।

রাজা।—

স্বর্ণ-কান্তি হল যেন রসানে উজ্জ্বল॥

বিচক্ষণা।—

মরকত নূপুরেতে ভূষিত চরণ
বয়স্যা সখীরা সবে করিল ধারণ॥

রাজা।—

অধোমুখী তাঁর সেই পঙ্কজ-চরণ
নূপুর সে ভৃঙ্গী-সম করিল বেষ্টন॥

বিচক্ষণা।—

শুক-পিচ্ছ-সম নীল পট্ট-বাস করে পরিধান।

রাজা।—

খর-বায়ু-সঞ্চালিত কদলীর দলাগ্র-সমান॥

বিচক্ষণা।—

নিতম্ব-ফলকে তার পদ্মরাগমণি-কাস্তি
হয় নিবেশিত।

রাজা।—

স্বর্ণ-শৈল-শিলা'পরে, ময়ুর করে গো যেন
নৃত্য প্রকটিত॥

বিচক্ষণা।—

কর-পদ্মযুগে তার, দেওয়া হ'ল বলয় মণির;

রাজা।—

অবনত-মুখে যেন, শোভা পায় মদন-তূণীর॥

বিচক্ষণা।—

স্থাপিত হইল কণ্ঠে পরিপুষ্ট মুকুতার
উৎকৃষ্ট হার:

রাজা।—

তারকা-মণ্ডল যেন যতনে করয়ে সেবা
মুখচন্দ্র তার॥

বিচক্ষণা।—

রতন-কুণ্ডল-যুগ দেওয়া হ'ল শ্রবণ-যুগলে;

রাজা।—

বদন-মদন-রথ, তাহে যেন দুই চক্রে চলে॥

বিচক্ষণা।—

শোভন অঞ্জন দিয়া হ'ল তার নয়ন রঞ্জিত;

রাজা।—

নব-নীলোৎপল-শর স্মর যেন করিল সজ্জিত॥

বিচক্ষণা:—

কুটিল অলক-মালা লুটাইয়া ললাটে বিরাজে;

রাজা।—

কৃষ্ণমৃগ রহে যেন পরিপূর্ণ শশাঙ্কের মাঝে ॥

বিচক্ষণা।—

কুসুম-গুচ্ছের রাশি কবরীতে রহে গো নিহিত ;

রাজা।—

শশি-রাহু-মর্দ্দ যুদ্ধ তাহে যেন হয় প্রকটিত ॥

বিচক্ষণা।—

এইরূপে ইচ্ছামত তারে দেবী ভূষিলা যতনে ;

রাজা।—

সাক্ষাৎ সুরভি-লক্ষ্মী যথা কেলী-কুসুম-কাননে ॥

বিদূষক।—মহারাজ! আমি এখন একটা পারমার্থিক তত্ত্ব বলি শুনুন :—

দৃষ্টি যার মনোহর তরল ধবল,
তার উপযুক্ত কি গো এ ছার কজ্জল?
সুবিস্তীর্ণ স্তন যার কলসের প্রায়,
এই ছার হার কি গো তাহে শোভা পায়?
জঘন-ফলক যার শোভে চক্রাকারে,
কাঞ্চী-আড়ম্বর কেন তার চারিধারে?
এমন সুন্দরী যে গো—ভূষণ তাহার
দূষণ নামের যোগ্য—কি কহিব আর ॥

রাজা।—(তাহাকে উদ্দেশ করিয়া)

ত্রিবলী-অঙ্কিত নাভি, তুঙ্গস্তন স্পর্শে বাহুমূল,
উচ্ছ্বসিত স্তনিতম্ব, সুচিকণ স্নানের দুকূল,
এসবে সূচিত হয় সৌন্দর্য্য তারুণ্য—নাহি ভুল ॥

বিদূষক।—(সক্রোধের ন্যায়) ওগো! আমি ওঁকে সর্ব্বালঙ্কারের সহিত বর্ণনা করলেম, আর তুমি কি না ওঁর জল-লুপ্ত প্রসাধনের কথাটাই স্মরণ করচ?

তুমি কি মহারাজ শোনোনি ? :—

সুন্দর যে স্বভাবতঃ অলঙ্কারে বিকসিত
হয় তার রূপ।
সাচ্চা মণি, বিভূষিত হইলে কাঞ্চনে, ধরে
শোভা অপরূপ ॥

রাজা।—

বেশ-রচনার গুণে নিতম্বিনী সুন্দরীরা
মূঢ়-চিত্ত করয়ে হরণ ;
স্বভাব-সৌন্দর্য্য কিন্তু সুরসিক জনদের
হৃদয়েরে করে আকর্ষণ।
শর্করা সংযোগে কভু এই দ্রাক্ষারস
নাহি হয় আস্বাদনে মধুর সরস ॥

বিচক্ষণা।—মহারাজ ঠিকই আজ্ঞা করেচেন।

যে সুন্দরী পীনস্তনী আকর্ণ বিস্তৃত যার
নয়ন-অপাঙ্গ,
চন্দ্র-সম মুখচন্দ্র, লাবণ্য-প্রবাহে যার
সিক্ত সর্ব্ব অঙ্গ,
যতই কর না কেন বেশভূষা পরিপাটী
তাহাতে রূপ কি তার
তিলমাত্র হইবে বর্দ্ধন ?
প্রকৃত কথাটি এই :— সকল ভূষণ দেহে
হইলেও সংযোজিত
আসলের না হয় খণ্ডন ॥

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি) ও গো কপিঞ্জল! বিচক্ষণার উপদেশটা শুনলে ?

কৃত্রিম সে অলঙ্কারে কি হইবে কাজ ?
প্রতারণা-তরে শুধু নটীদের সাজ।
নিজ অঙ্গ হয় যদি জনমনোহর
তবেই সে অঙ্গনাকে দেখায় সুন্দর।

অকৃত্রিম সুদুর্লভ রূপরাশি, যে নারীর
সর্ব্ব অঙ্গ ছায়,
সুখের যৌবন-কালে বেশভূষা প্রসাধন
সে কি কভু চায় ?

বিচক্ষণা।—মহারাজ! আমি একটা কথা নিবেদন করি, শুধু দেবীর নিয়োগেই আমি তাঁর অনুগত হইনি। কর্পূর-মঞ্জরীর সঙ্গে আমার "তারা-মৈত্রী" বন্ধুত্ব জন্মেছে;—প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছি। এই জন্যই তাঁর কাজে আমার এত অনুরাগ। আবার সেবিকার ভাবে একটা কথা মহারাজকে নিবেদন করি শুনুন :—

পরীক্ষিতে তাপ তাঁর সখীগণ স্তনদেশ
দেখে হাত দিয়া,
তাপদগ্ধ হয়ে কিন্তু সেই হাত পুনঃ পুনঃ
লয় সরাইয়া।
এহতে অধিক আছে সুখকর ত্রাসকর
কথা এক—করুন শ্রবণ :—
হস্তছত্রে নিবারিয়া চন্দ্রের কিরণ, তিনি
বিভাবরী করেন যাপন॥

শেষে যা স্থির হল, কপিঞ্জল তা মহারাজের কাছে এখনি নিবেদন কর্‌বেন। আর সেইমত মহারাজেরও কাজ কর্‌তে হবে।

রাজা।—কি স্থির কর্‌লে, বল।

বিদূষক।—আজ দোল-চতুর্থী। আজ দেবী, কর্পূর-মঞ্জরীকে গৌরী

সাজিয়ে' দোলায় চড়াবেন। আর মহারাজ মরকতকুঞ্জে থেকে তাঁর সেই দোলন দেখ্‌বেন এইরূপ স্থির হয়েচে। দেবী এত চতুরা হয়েও বিচক্ষণ প্রতারিত হয়েচেন। কথায় বলে "বুড় বিড়ালী দুধ মনে করে' ঘোল খায়"—এ ঠিক্ তাই হয়েছে।

রাজা।—তোমার মত কাজের লোক কি আর দুটি আছে? সমুদ্রের বৃদ্ধি চন্দ্র ছাড়া আর কে কর্‌তে পারে বল'?

পরিক্রমণ করিয়া কদলী-গৃহে প্রবেশ।

বিদূষক।—এই স্ফটিকমণির উচ্চ বেদিকা। প্রিয়সখা, এইখানে তুমি বোসো।

রাজা।—(তথা করণ)

বিদূষক।—(হাত তুলিয়া) ওগো! ঐ দেখ পূর্ণিমার চাঁদ।

রাজা।—(দেখিয়া) এই যে! আমার প্রিয়া দোলায় উঠেচেন—তাই ঐ চাঁদমুখটিকে পূর্ণিমার চাঁদ বলে' কপিঞ্জল নির্দ্দেশ কর্‌চে। (চারি দিকে অবলোকন করিয়া)

সমাচ্ছন্ন করি' যত পুরনারীগণের আনন,
লাবণ্য-জ্যোছনা-জলে প্রক্ষালিয়া গগন-প্রাঙ্গণ,
দর্শক রমণীদের হৃদয়-নিহিত দর্প
একেবারে করিয়া দলন,
দোলা-লীলাভরে, কিবা সরল তরল ভাবে
দেখা দেয় ওই চন্দ্রানন॥

অপিচ :—

সুধবল-ধ্বজ-পটে-শোভমান উচ্চ পুরদ্বারে
সুর-নারী-ব্যোমযান ঘণ্টারবে যেমতি সঞ্চারে,'
সেইরূপ দোলাখানি জনচিত্ত করিয়া হরণ

ঊর্দ্ধ-অধঃ-আকর্ষণে, কভু করে প্রাকার লঙ্ঘন,
কভু বেগে ওঠে নাবে, আসে যায়—অতি মনোরম ॥

অপিচ :—

রম্-ঝম্-রম্-ঝম্ বাজে কিবা রতন-নূপুর ;
ঝন্-ঝন্ বাজে হার—মেখলার কিঙ্কিণী
ঝিনি-ঝিনি বাজে সুমধুর ;
চঞ্চল বলয়াবলী—শিঞ্জাধ্বনি তাহে মনোরম ;
চন্দ্রাননা ললনার এ-হেন হিন্দোল-লীলা
কার চিত্ত না করে হরণ ?

বিদূষক।—ওগো! তুমি তো সূত্রকার—আমি আবার বৃত্তিকার হয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করি শোনো।

উপরিস্থ-স্তন-ভারে হইয়াছে ভারাক্রান্ত
চরণ-কমল-যুগ তার।
নূপুর-শিঞ্জিত-রবে মনমথ যেন ডাকে
কামী জনে করিয়া ফুৎকার।
দোল-লীলা-লম্পট চক্র-সম গোলাকার
সুন্দরীর জঘন-পরিসর।
কাঞ্চী-মণি-কিঙ্কিণী রব-চ্ছলে করে ব্যক্ত
হরষের অস্ফুট স্বর ॥
দোলনের আন্দোলনে সরি' সরি' পড়ে যেই
মুক্তাবলী-হার
—পুষ্পবাণ-নৃপতির কীর্ত্তি-লতা যেন উহা
করে গো বিস্তার ॥
সম্মুখের সমীরণ সরায়ে উপরি-বস্ত্র
অঙ্গ অঙ্গ করে প্রদর্শন ;

—মদনে ডাকিয়া আনি আদরে যতনে যেন
পার্শ্বদেশে করয়ে স্থাপন ॥
শ্রবণ ভূষণ দুটি কুঙ্কুম-লিপ্ত গণ্ড
থরথরে দোলনের বলে,
কতবার হ'ল দোল সকৌতুকে তারি যেন
সংখ্যাপাত করে রেখাচ্ছলে ॥
দীঘল নয়ন দুটি ঝটিতি হয় গো ফুল্ল
কৌতূহল-সুখে,
পঞ্চবাণ মনমথ পদ্ম শর যোড়ে যেন
আপন ধনুকে ॥
দোলনের রসে ভঙ্গ কভু যাতে নাহি ঘটে,
স্মর তাহ হয়ে সমুৎসুক,
থাকি থাকি বারম্বার হানে যেন পৃষ্ঠ-দেশে
বেঁণী-রূপ মদন-চাবুক ॥
এ-হেন বিলাসোজ্জ্বল দোলনের চিত্র মনোহর
কার্ চিত্তে নাহি লিখে সুনিপুণ স্মর-চিত্রকর ?

রাজা।—(সবিষাদে) এ কি ! কর্পূর-মঞ্জরী দোলা-থেকে নেবেছেন দেখ্‌চি। আহা! শূন্য ঐ দোলা—শূন্য এ হৃদয়—শূন্য আমার এই দর্শনোৎসুক নয়ন-দুটি।

বিদূষক।—আহা। বিদ্যুল্লতার মত একবার দেখা দিয়েই অদৃশ্য হলেন।

রাজা।—ও কথা বোলো না। বরং বল, রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুরীর মত দেখা দিয়েই অদৃশ্য হলেন। (স্মরণের অভিনয় সহকারে)

মাঞ্জিষ্ঠী-বরণ ওষ্ঠ, অঙ্গ-যষ্টি—অভিনব
কাঞ্চন-সদৃশ সমুজ্জ্বল ;

বাল-ইন্দু-ধবলিমা, বিজয়িনী চারু দৃষ্টি,
অঞ্জনাভ সুচারু কুন্তল ;
হরিণী-চঞ্চল আঁখি, কতরূপ রেখা এতে
করয়ে বিলাস ;
মহাদর্প কন্দর্প যুব-জন-জয়ে যেন
পূর্ণ-অভিলাষ ॥

বিদূষক।—এই সেই মরকত-কুঞ্জ। দেখ প্রিয়সখা, তুমি এইখানে বসে' তাঁর প্রতীক্ষা কর। সন্ধ্যাও নিকটবর্ত্তী। (উভয়ের তথাকরণ)

রাজা।—এমন শীতল যে হিমানী এও সন্তাপদায়িনী বলে' আমার মনে হচ্চে।

বিদূষক।—রাজলক্ষ্মী-মাত্র সহচরীকে নিয়ে এখন তুমি এখানে একটু বসো মহারাজ, আমি ততক্ষণ শীতল উপচার-সামগ্রীর আয়োজন করি। (প্রস্থান করিয়া সম্মুখে অবলোকন) ও কে ?—বিচক্ষণা এই দিকে আস্‌চে না কি ?

রাজা।—দুই মন্ত্রীর কথা-মত সঙ্কেত-কাল যেন নিকটবর্ত্তী।

হস্ত-পদ কিসলয়, নেত্রযুগ কুবলয়,
মুখ ইন্দু-প্রায় ;
তনুটি চাঁপার কলি, তবু চিত্ত উঠে জ্বলি'
কি আশ্চর্য্য হায় !

বিদূষক।—(সম্যক্‌ অবলোকন করিয়া) এই যে! বিচক্ষণা শীতল উপচার-সামগ্রী নিয়ে এই দিকে আস্‌চে।

উপচার-সামগ্রী লইয়া বিচক্ষণার প্রবেশ।

বিচক্ষণা।—(পরিক্রমণ করতঃ) আহা! প্রিয়সখীর বিষম বিরহ-জ্বর উপস্থিত।

বিদূষক।—(নিকটে আসিয়া) ওগো! এ সব কি?

বিচক্ষণা।—শীতল উপচার-সামগ্রী।

বিদূষক।—কার জন্য?

বিচক্ষণা।—প্রিয়সখীর জন্য।

বিদূষক।—ওর অর্দ্ধেক আমাকে দেও।

বিচক্ষণা।—কি জন্য?

বিদূষক।—মহারাজের জন্য।

বিচক্ষণা।—কারণটা কি?

বিদূষক।—কর্পূর-মঞ্জরীর কারণটাই বা কি?

বিচক্ষণা।—তা কি তুমি জান না?—মহারাজের দর্শন ভিন্ন আর কি কারণ হ'তে পারে?

বিদূষক।—তুমিও কি তা জান না? কর্পূর-মঞ্জরীর দর্শন ভিন্ন আর কি হ'তে পারে?

বিচক্ষণা।—আচ্ছা, মহারাজ এখন কোথায়?

বিদূষক।—তোমার কথা-অনুসারে তিনি এখন মরকত কুঞ্জে আছেন।

বিচক্ষণা।—আচ্ছা, তুমিও মহারাজের সঙ্গে মরকত কুঞ্জে একটুখানি অপেক্ষা কর। দুজনের দেখা সাক্ষাৎ হয়ে গেলে, এই শীতল উপচার-সামগ্রীগুলিকে জলাঞ্জলি দেওয়া যাবে।

বিদূষক।—(তাহাকে টানিয়া) জলাঞ্জলি?—আমোলো! তোরই জলাঞ্জলি হোক্। (পুনর্ব্বার তাহাকে ঠেলিয়া) আমার কি এখন দ্বারদেশে থাক্‌তে হবে?

বিচক্ষণা।—দেবীর আদেশ-ক্রমে কর্পূর-মঞ্জরী আস্‌ছেন।

বিদূষক।—কোথায় আস্‌তে আদেশ করেছেন?

বিচক্ষণা।—দেবী যেখানে তিনটি গাছের চারা বসিয়েছেন।

বিদূষক।—কি কি গাছের চারা?

বিচক্ষণা।—কুরুবক, তিলক, আর অশোক।

বিদূষক।—তাতে হ'বে কি?

বিচক্ষণা।—দেবী এইরূপ বলেচেন:—

"ফুল ধরে কুরুবক কামিনীর আলিঙ্গনে;
—দরশনে, তিলকের
কুসুম-বিকাশ;
অশোক পুষ্পিত হয় কামিনীর পদাঘাতে;
"সাধ" দিয়া তাহাদের
পূর' অভিলাষ॥"

এখন তিনি তাই করবেন।

বিদূষক।—আচ্ছা তবে প্রিয়সখাকে মরতককুঞ্জ থেকে নিয়ে এসে তমালতরুর আড়ালে রেখে দি। তা হলে সেখান থেকে তিনি সমস্তই দেখ্‌তে পাবেন। (রাজার প্রতি) ওগো! ওগো! ঐ তোমার হৃদয়-সমুদ্রের চন্দ্রলেখা—একবার উঠে দেখ!

রাজা।—(তথাকরণ)

বিশেষরূপে বিভূষিত হইয়া কর্পূরমঞ্জরীর প্রবেশ।

কর্পূরমঞ্জরী।—বিচক্ষণা কোথায় গেল?

বিচক্ষণা।—(নিকটে আসিয়া) সখি! দেবীর আদেশ মত কাজ কর'।

রাজা।—বয়স্য! কাজটা কি বল দিকি?

বিদূষক।—তমাল গাছের আড়াল থেকে সবই জান্‌তে পারবে।

রাজা।—(তথা করণ)

বিচক্ষণা।—এই কুরুবক।

কর্পূরমঞ্জরী।—(কুরুবককে আলিঙ্গন)

রাজা।— পীনস্তনী সুন্দরীর আলিঙ্গন-ভরে
অকস্মাৎ কুরুবক পুষ্পরাশি ধরে;
এরি মধ্যে মধুপেরা পাইয়া সন্ধান
ওরি দিকে দেখ সবে হয় ধাবমান॥

বিদূষক।—ওগো! ইন্দ্রজালের কাজটা একবার দেখ:—

শিশু-তরু হইয়াও কুরুবক, তরুণীর
লভি' আলিঙ্গন,
মদন-শরের মত পুষ্প কত রাশি রাশি
করে উদ্গীরণ॥

রাজা।—দোহদের প্রভাবই এইরূপ।

বিচক্ষণা।—আর, এই তিলক-তরু।

(কর্পূর-মঞ্জরী আড়-দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবলোকন)

রাজা।—

ঐাথন শ্বেত দৃষ্টি অঞ্জনে ভূষিত
—পঞ্চশর যার পাশে নিত্য অবস্থিত
এ-হেন সে মৃগাক্ষীর চারু-নেত্র-কটাক্ষের বলে
শাখা-শিরে দন্তসম ফুটে পুষ্প রোমাঞ্চের ছলে॥

বিচক্ষণা।—এই অশোক-তরু।

(কর্পূরমঞ্জরীর চরণাঘাত)

নূপুর রণিত করি' চন্দ্রাননা করে যবে
অশোকেরে পদাঘাত
লীলা-ভঙ্গিমায়,
অমনি গো তরুটির সমস্ত শাখাগ্র-পরে
স্তবকে স্তবকে পুষ্প
দিব্য বাহিরায়।

গগন-অঙ্গন হ'ল   দেখিবার যোগ্য বস্তু
সদ্য-বিকশিত ওই
পুষ্প-মহিমায়॥

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! দেবী যে স্বয়ং গাছদের "সাধ" দিলেন না তার কারণটা কি জান?

রাজা।—তুমি জান?

বিদূষক।—যদি দেবী রাগ না করেন তো বলি।

রাজা।—বল্‌তে দোষ কি?—মুক্তকণ্ঠে বল'।

বিদূষক।—

যৌবন বিগত হলে   থাকিতেও পারে অঙ্গে
অঙ্গনার রূপের বিকাশ,
কিন্তু ওগো যৌবনেই   সৌন্দর্য্য-অধিষ্ঠাত্রী
দেবতার সাধের নিবাস॥

রাজা।—তোমার অভিপ্রায়টা তো শুনলেম। আমি কিন্তু একটা কথা বলি।

ষোড়শী বালারা দেখ   অধীর-হৃদয় অতি
অভিনব কৌতূহল-বশে;
কিন্তু গো আনতস্তনী   প্রগল্‌ভা নারীই শুধু
পক্ক স্মর-রহস্যের রসে॥

বিদূষক।—মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, তরুরাও দেখ সৌন্দর্য্য-রহস্য-বশে বিকশিত হচ্চে। এরা কিন্তু রতি-রহস্য জানে না।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—মহারাজের সুখ-সন্ধ্যা হোক্!

লোক-লোচনের সাথে   পদ্মবনে করি' অর্দ্ধ-
নিদ্রায় মগন,

মানিনী-মানস-সাথে নিজ তীব্র তীক্ষ্ণ ভাব
করিয়া মোচন,
মঞ্জিষ্ঠা-রক্তিম-চ্ছবি, চক্রবাক্-মিত্র, পক্ক-
নারঙ্গ-বরণ
দিনমণি ওই দেখ দ্রুতগতি অস্তাচলে
করয়ে গমন ॥

রাজা।—দেখ বয়স্য, সন্ধ্যা হয়ে এল।

বিদূষক।—রতি-সংকেত-কাল উপস্থিত তাই বন্দীরা বল্‌চে।

কর্পূরমঞ্জরী।—সখি বিচক্ষণে! আমি তবে যাই, সন্ধ্যা হয়ে এল।

বিচক্ষণা।—আচ্ছা সখি, তুমি যাও।

(পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান)

ইতি দ্বিতীয় যবনিকান্তর।

——০——

তৃতীয় যবনিকান্তর।

রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।

রাজা।—(কর্পূরমঞ্জরীর উদ্দেশে)

চম্পকের কলিকারে   দূর করি' দেও এবে,
কিবা কাজ বল' হরিদ্রায়?
তপত-কাঞ্চন-কান্তি   সুবিশুদ্ধ হইলেও
কেবা তারে আনে গণনায়?
বকুল-কুসুমরাশি   হইলেও নবোদ্গত
বল' দেখি কিবা ফল তায়?
নবোদিত ইন্দু-সম   সুন্দর কিরণ যার
তার লাবণ্যের কাছে
ইহারা কোথায়?

অপিচ :—

মরকত-মণিযুক্ত প্রসারিত হারগাছি-সম,
মালতীর মালা-সম অর্দ্ধ-ঢাকা সুনীল অলিতে,
মুক্তকণ্ঠ-বিকীর্ত্তিত সেই চারু নেত্র অনুপম
গড়ায় শ্রবণে তার—আর তা' প্রবিষ্ট এই চিতে।

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! তুমি স্ত্রৈণের মত বিড়বিড় করে' কি বলচ বল দিকি।

রাজা।—বয়স্য! স্বপ্নে আমি যাকে দেখেছি তার কথাই এখন ভাবচি।

বিদূষক।—ব্যাপারটা কি বল দিকি বয়স্য।

রাজা।—

দেখ, আমি আছি শুয়ে কেলি-শয্যা'পর,
দেখিনু স্বপনে,—সেই পঙ্কজ-বদনী
হস্তান্তরে আছে বসি, প্রহারিতে মোরে
তার পদ্ম-নেত্র বাণে, আমিও অমনি
অঞ্চল ধরিনু তার শিথিল করিয়া,
কিন্তু হাত ছাড়াইয়া গেল সুনয়নী,
সেই সঙ্গে নিদ্রা মোর গেল গো ভাঙ্গিয়া॥

বিদুষক।—(স্বগত) এইরূপ তা'হ'লে বলা যাক (প্রকাশ্যে) দেখ বয়স্য, আজ আমিও একটা স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা।—(সপ্রত্যাশে) বল দিকি কিরূপ স্বপ্ন?

বিদুষক।—স্বপ্ন দেখ্‌লেম, আমি গঙ্গার স্রোতের উপর শুয়ে আছি। মহাদেবের মাথার উপরে যে গঙ্গার চরণ ন্যস্ত সেই গঙ্গার জলে আমার সর্ব্বাঙ্গ ধুয়ে গেল।

রাজা।—তার পর—তার পর?

বিদুষক।—তার পর, শরৎকালবর্ষী জলধারায় আমাকে গ্রাস করে' ফেল্লে।

রাজা।—আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য। তার পর?

বিদুষক।—তার পর, ভগবান্ মার্ত্তণ্ড স্বাতি নক্ষত্রে চলে গেলে পর, যে সমুদ্রে তাম্রপর্ণী নদী মিশেছে, সেই সমুদ্রে সেই মহামেঘও চলে গেল। আমিও সেই মেঘের মধ্যে বসে তারি সঙ্গে সঙ্গে চল্লেম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদুষক।—তার পর, সেইখানে গিয়ে সেই মেঘ, স্থূল জলবিন্দু বর্ষণ করতে লাগ্‌ল। তার পর, সমুদ্রের মধ্যে যে ঝিনুক থাকে, তারা তাদের আবরণ উদ্‌ঘাটন করে জলবিন্দুদের পান কর্‌লে, সেই সঙ্গে

আমাকেও পান কর্‌লে। আমি দশমাষা-প্রমাণ মুক্তাফল হয়ে তাদের গর্ভে রইলেম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর,

চউষট্টি শুক্তি-স্থিত মেঘোৎপন্ন সেই সব
জলবিন্দুগণ
ক্রমে সুবর্ত্তুল স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল মুক্তা-রূপ
করিল ধারণ॥

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর শুক্তিদের গর্ভে থেকে আমিও মুক্তাফল হয়েচি বলে' মনে কর্‌লেম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর উপযুক্তকালে, সেই শুক্তিদের সমুদ্র হতে উঠিয়ে এনে বিদারণ করা হল। আমি চৌষট্টি মুক্তাফলের আকারে ছিলেম। লক্ষ সুবর্ণ দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠী আমাকে কিনে নিলে।

রাজা।—আহা! স্বপ্নের কি বিচিত্রতা! তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর, সেই শ্রেষ্ঠী একজন বেধকারকে এনে মুক্তাগুলিকে বিদ্ধ করা'লে। আমারও একটু বেদনা উপস্থিত হ'ল।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর,

প্রত্যেক সে মুক্তাটি দশ মাষা ওজনেতে
যার পরিমাণ
—তাহাতে গাঁথিয়া হার এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা
হ'ল তার দাম॥

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর একজন বণিক, একটা কৌটায় করে' সেই হারটি, পাঞ্চালাধিপতি শ্রীবজ্রায়ুধ-দেবের কান্যকুব্জ-নগরে নিয়ে গেল; আর সেইখানেই কোটি সুবর্ণ-মুদ্রায় বিক্রয় করলে।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর,

রাজা, নিজ দয়িতার পীন-তুঙ্গ-স্তন-শোভা
করি' নিরীক্ষণ,
আর সেই মুক্তা-হার- -ছড়াটির চিত্তহারী
শোভা অতুলন,
অরপিলা কণ্ঠে তাঁর;—যত সব রসিক সুজন
ভালবাসে দেখিবারে সমানের যোগ্য সম্মিলন॥

অপিচ:—

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মদনের শরাঘাতে
ত্রস্ত হয়ে দোঁহে যবে
হইলা মিলিত,
ঘন আলিঙ্গন-বশে সঞ্চালিত হ'ল স্তন
তাহার পীড়নে আমি
হনু জাগরিত॥

রাজা।—(একটু হাসিয়া ও চিন্তা করিয়া)

এ মোর অলীক স্বপ্ন করিতেছি মনে মনে
আমি যে স্মরণ,
তারি পাল্টা স্বপ্ন বলি' তুমি চাহ করিবারে
মোরে নিবারণ?

বিদূষক।—ভ্রষ্ট রাজা, ক্ষুধাক্রান্ত ব্রাহ্মণ, অসংযত-হৃদয় বাল-বিধবা, বিরহাতুর মনুষ্য,—এরা, আশা-রূপ মোদকে আপনাকে আপনি

প্রতারণা করে। তা ছাড়া, জিজ্ঞাসা করি তোমায় সখা, এ সব কার প্রভাবে ঘটচে?

রাজা।—প্রেমের।

বিদূষক।—যে প্রেম দেবীতে এত দিন বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে, সেই প্রেমের বশে তুমি কি এখন সর্ব্বাঙ্গময় চক্ষে কর্পূর-মঞ্জরীকে নিরীক্ষণ করচ? দেবী কি তা-অপেক্ষা রূপে গুণে কিছু কম?

রাজা।—ও কথা বোলো না।

কোনো কালে, কারো সনে ঘটে যদি প্রেমের বন্ধন,
রূপ নহে,— ওগো সখা বেশ জেনো—তাহারি কারণ।
প্রেম্‌ই তো সন্ধান করে সৌন্দর্য্যরে, তাহাতেই হইয়া উৎসুক,
তাই বলি বন্ধ হোক্ নিন্দাকারী দুরজন খলদের মুখ॥

বিদূষক।—ওগো। এই যে "প্রেম—প্রেম" সবাই বলে এ প্রেম জিনিসটা কি?

রাজা।—মদনের আদেশক্রমে, পরস্পর-সম্মিলিত নর-নারীর মধ্যে যে প্রণয়-গ্রন্থি নিবদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা তাকেই প্রেম বলেন।

বিদূষক।—সে কিরূপ?

যাহাতে সরল-ভাব উভয়েরি আত্মামাঝে
হয় সমুদিত,
সংশয়-ঘটনা-আদি সকল কলঙ্ক যাতে
সদা বিবর্জ্জিত,
মনোভব-দত্ত সেই সার-বস্তু, প্রেম-নামে
জগতে বিদিত॥

বিদূষক।—তাকে কি করে' লক্ষ্য করা যায় বল দিকি?

দোঁহা-মাঝে পরস্পর সেই সে চঞ্চল দৃষ্টি
হয় নিপতিত

—আপাঙ্গ পর্য্যন্ত যাহে উভয়ের চিত্ত যেন
হয় বিলুণ্ঠিত।
পরে মন্মথ-রস ক্রমে ক্রমে হয়ে বিবর্দ্ধিত
উভয়ের মনোভাব অচিরাৎ করে প্রকটিত॥

অপিচ :—

অন্তর্নিবিষ্ট যাহে নানাবিধ বিলাস-বিভ্রম,
মদনে ভূষিত আর,—প্রেম তারে কহে সর্ব্বজন।
হইলেও দুর্‌লক্ষ্য হয় যাহা প্রকটিত ভবে,
মহা-স্মর-ইন্দ্রজাল বলি' তায় জানি মোরা সবে॥

বিদূষক।—যদি চিত্তগত প্রেমেই অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তবে এই সব অলঙ্কার-আড়ম্বরের বিড়ম্বনা কেন?

রাজা।—বয়স্য! এ কথা সত্য।

মেখলা, নূপুর, বালা, মস্তক-ভূষণে কিবা ফল,
কি কাজ সৌন্দর্য্য, রূপে, কিবা কাজ অলঙ্কারে বল'?
অপর এমন কিছু রমণীতে আছে গো নিশ্চিত
—সৌভাগ্য-মঞ্জরী যাতে তাহাদের হয় গো অর্জ্জিত॥

অপিচ :—

নৃত্য গীতে কিবা ফল?—কিবা ফল মদিরা সেবনে?
কি ফল অগুরু-ধূপে? কিবা ফল কুঙ্কুম লেপনে?
শোভা-সৌন্দর্য্য-রাশি আছে বটে ধরায় প্রচুর
কিন্তু মানুষের কাছে প্রেম-সম কি আছে মধুর?

অপিচ :—

চক্রবর্ত্তী-রাজরাণী, গৃহস্থ-গৃহিণী আর
সামান্য যে অতি

—ইহাদের দোঁহা-মাঝে প্রেমলাভে বিশেষত্ব
নাহি এক রতি।
মাণিকা-ভূষণ, আর কুঙ্কুম, বসন
—এ সবে হয় কি কভু প্রেম সংঘটন ?

অপিচ :—

চঞ্চল লোচন কিম্বা চন্দ্রোপম সুন্দর আনন
অথবা উত্তুঙ্গ স্তন—এই সবে কিবা প্রয়োজন ?
বিশেষ কারণ কিছু অবশ্যই আছে ধরণীতে
যাহাতে কভু না সরে রমণীরা হৃদয় হইতে॥

বিদূষক।—তাই বটে। কিন্তু আর একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, কৌমার-দশায় রমণীদের ততটা সৌন্দর্য্য থাকে নাই বা কেন ?—আর যৌবনে তাদের সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধি হয়ই বা কেন ?

রাজা।—

আছেন বিধাতা দুই, অবশ্যই এ জগৎ-মাঝে ;—
—একটী নির্ম্মাণে দক্ষ, অন্যটি যৌবন-দান কাজে।
একজন প্রথমেই করেন গো কুমারীর
অঙ্গাদি গঠন ;
দ্বিতীয়, তাহাই পুন ফুটায়ে তুলেন ক্রমে
করি' উৎকীরণ॥
রণিত বলয়, কাঞ্চী, শিঞ্জিত নূপুর, আর
মরকত-মণি-মালা, কাঞ্চন-নির্ম্মিত হার,
—যতই প্রবল হোক্ মদনের পঞ্চশর সম,
হৃদয়-হরণ-মন্ত্র এই যে গো নারীর যৌবন
—ইহাই গো মদনের ষষ্ঠ শর গণ্য ;
ও-চেয়ে প্রবলতর কিবা আছে অন্য ?

আরো দেখ :—

লাবণ্য-পূরিত অঙ্গ   চিত্তহারী তারা-যুত

আকর্ণ-প্রসারিত, চারু নেত্র দুটি,

পীন-পয়োধর-বক্ষ   বর্তুল নিতম্ব-দেশ

ত্রিবলি-অঙ্কিত-রেখা মুষ্টিগ্রাহ্য কটি,

তরুণীর যউবনে   এই পঞ্চ, মদনের

জয়-বৈজয়ন্তী-রূপে করয়ে বিরাজ ;

—অন্য অপর দ্রব্যে বল' কিবা কাজ ?

(নেপথ্যে)। সখি কুরঙ্গিকে! নীহারপাতে নলিনীর যেমন কষ্ট হয়, এই শীতল উপচারে আমারও তেমনি কষ্ট হচ্চে।

মৃণাল গরল-প্রায়, হারযষ্টি ভুজঙ্গম,

তালবৃন্ত অনিলেতে অনলেরি বরষণ,

এই ধারা-যন্ত্র-জলে যন্ত্রণায় তনু জ্বলে,

চন্দন সে বিড়ম্বন—কোন ফল নাহি ফলে ॥

বিদূষক।—শুনলে প্রিয় বয়স্য!—অমৃত-রসে প্রাণ যে ভরে' গেল। তাপ-ক্লিষ্ট মৃণালিকাটি যে এখনও উপেক্ষিত হচ্চে! দুঃসহ তপ্ত জলে কেলী-কুসুম-ভূমি যে সিঞ্চিত হচ্চে। পরিপুষ্ট মুক্তার কণ্ঠহার যে ছিন্ন হচ্চে! "গ্রন্থিপর্ণ"-ক্ষেত্রে কস্তুরী-মৃগ যে লুণ্ঠিত হচ্চে! তোমার স্বপ্ন দেখ্‌চি সত্যই ফল্‌ল সখা। এসো, ভিতরে প্রবেশ করা যাক্‌। এইবার তোমার মদন-পতাকা উত্তোলন কর। কণ্ঠস্বরে, কোকিলের পঞ্চম-ঝঙ্কার প্রবর্তিত কর। অশ্রুপ্রবাহের বেগ একটু শিথিল কর। দীর্ঘ নিশ্বাসগুলি একটু মন্দীভূত কর। তোমার লাবণ্য পুনর্ব্বার নবভাব ধারণ করুক। এসো, এখন আমরা খিড়কী-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করি। (উভয়ের প্রবেশ)

নায়িকা ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ।

নায়িকা।—(সসাধ্বস স্বগত) ওমা, এ কি এ! পূর্ণিমার চন্দ্র সহসা আকাশ থেকে নেমে এল না কি! কিংবা নীলকণ্ঠ তুষ্ট হয়ে মনোভবের নিজ দেহ আবার ফিরিয়ে দিলেন না কি? কিম্বা যিনি আমার হৃদয়ের দুর্জ্জন, আর নয়নের সজ্জন, তিনিই কি আমাকে দেখা দিলেন? (প্রকাশ্যে) সখি কুরঙ্গিকে! আমি যে ইন্দ্রজালের মত সব দেখ্‌চি।

বিদূষক।—(রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) ওগো! এ ইন্দ্রজালই বটে!

নায়িকা।—(লজ্জিত)

কুরঙ্গিকা।—সখি কর্পূরমঞ্জরি! ওঠো! উঠে মহারাজকে অভ্যর্থনা কর।

নায়িকা।—(উঠিতে উদ্যত)

রাজা।—(হস্ত ধারণ করিয়া)

উঠিয়া, গো চন্দ্রাননা! স্তনভার-সুভঙ্গুর
ওই তব ক্ষীণ মধ্য
ভেঙো না ভেঙো না।
অমনি থাকো গো বসি, হেরিয়া ও রূপ খানি
শমিত হউক মোর
নেত্রের বাসনা॥

অপিচ:—

যার লাবণ্যের কাছে দলিত হরিদ্রা সেও
তুচ্ছ অতিশয়;
কি কনক, কি চম্পক, যার রূপের কাছে
ম্লান হয়ে রয়;
সেই-সে তোমারে আজি হেরিল যে নেত্র-দুটি
—হরিণ-নয়না!

সুবর্ণ-কুসুমে, আমি সেই দুটি নয়নেরে
করি গো অর্চ্চনা॥

বিদূষক।—ঘরের ভিতরে থেকে উনি দেখ্‌চি ঘর্ম্মজলে সিক্ত হয়েছেন! তা এই বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে বাতাস করা যাক্‌। (তথা করণ) আরে! আরে! এ কি হ'ল?—বস্ত্রাঞ্চলের বাতাসে প্রদীপ যে নিবে গেল। (চিন্তা করিয়া স্বগত) তা হোক্‌। লীলা-উদ্যানে যাওয়া যাক্‌। (প্রকাশ্যে) ওঃ! অন্ধকার যেন নৃত্য কর্‌চে! তা এসো এখন সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে প্রমোদ-উদ্যানে বেরিয়ে পড়া যাক্‌।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

রাজা।—(কর্পূর-মঞ্জরীর হস্ত ধারণ করিয়া)

ও-কর-পল্লব তব, মম হস্তে করিয়া স্থাপন,
মন্থর-গমনে এবে মৃদুমন্দ কর সঞ্চরণ।
গতি-ভঙ্গী হেরি' যাতে কল-হংস-গতি
লোকের নয়নে হয় অপ্রিয় গো অতি॥

(স্পর্শ-সুখ অভিনয় করিয়া)

ও-কর-পরশ-বশে সমুদায় অঙ্গ মোর
হর্ষভরে হয়ে রোমাঞ্চিত,
* সপুস-শলাকা সূক্ষ্ম, কদম্ব-কেশর আর,
—এ-দুয়েরে করে পরাজিত॥

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—চন্দ্রালোক মহারাজের সুখজনক হোক্‌!

ভূমণ্ডল-লগ্ন তম বৃক্ষের আকারে শুধু
ইতস্ততঃ এবে দেখা যায়;

* দস্তা, রাং, ধাতুবিশেষ।

নব ভূর্জপত্র-সম পিঙ্গলবরণ-ছবি
পূর্ব্বদিক হ'ল জ্যোছনায়।
মুচুকুন্দ-কুসুমের সুস্পষ্ট কেসর-সম
বরষি' কিরণ
কলা-কলা বৃদ্ধি লভি' ক্রমে চন্দ্র পূর্ণবিম্ব
করিল ধারণ ॥

অপিচ :—

কি কুঙ্কুম, কি চন্দন, কি কুণ্ডল, কি কঙ্কণ,
—এই সব, দিগ্‌বধূ
না করে ধারণ।
অশোষণ অমোহন মদনের অস্ত্র-সম
নভে পুঞ্জীভূত হ'ল
শশাঙ্ক-কিরণ ॥

বিদূষক।—ওগো! কনকচণ্ড তো চন্দ্রালোকের শোভা বর্ণনা কর্‌লেন, এইবার মাণিক্য-চণ্ডের পালা।

দ্বিতীয় বৈতালিক।—

পুড়ে অগুরুর বাতি, জলে কত প্রদীপ উজ্জ্বল,
ঝালরে ঝুলিছে মুক্তা, মুক্ত আর পারাবত-দল,
সুসজ্জিত কেলী-শয্যা, দূতীগণ করে জলপনা,
শয্যাপাশে দাঁড়াইয়া আছে যত মানিনী-ললনা,
—এ হেন বিলাসময় কেলী-গৃহ রহে অগণনা ॥

অপিচ :—

কর্পূরের চূর্ণ যেন দিগ্বধূর চারু মুখে
করিয়া অর্পণ,

চিক্কণ জোছনা-রাশি নন্দন চন্দন-সম
করি' বিকীরণ,
জীর্ণ কন্দর্পের তরু বর্দ্ধিত করিয়া তুলি
সমস্ত ভুবন,
সজল-জলদ-মুক্ত জলধারা রূপে ছায়
শশাঙ্ক-কিরণ ॥

বিদূষক।—
দিগ্‌বধূজনোত্তংস * নভঃ-সরোবর-হংস
যারে মনে হয়,
নিধুবন-তরু-কন্দ সেই চন্দ্র জনানন্দ
গগনে উদয় ॥

কুরঙ্গিকা।—
যার গর্ব্ব-হেতু চন্দ্র যে মানিনী-মান-যন্ত্র †
—বিষম দুর্জ্জয়,
চম্পক-কোদণ্ড যার, প্রচণ্ড কন্দর্প সেই
—তারি জয় জয় ॥

(কর্পূর-মঞ্জরীর প্রতি) প্রিয়সখি! তোমার রচিত চন্দ্রের বর্ণনাটা মহারাজের সম্মুখে পাঠ করি।

কর্পূর-মঞ্জরী।—(লজ্জিতা)

কুরঙ্গিকা।—(পঠন)

বিরাজে মৃগাঙ্ক শশী নিজ শুভ্র মণ্ডল-অন্তরে।
কেলি-কোকিলটি যেন করিদন্ত-গঠিত পঞ্জরে ॥

---

* জন-উত্তংস = জনোত্তংস। উত্তংস = কর্ণভূষণ।

† ঘরট্ট-যন্ত্র = জাঁতা।

রাজা।—আশ্চর্য্য! কর্পূর-মঞ্জরীর, অভিনব অর্থ আবিষ্কারে কেমন দৃষ্টি! শব্দগুলি কি রমণীয়!—উক্তির কি বিচিত্রতা! কি রসধারা!

ও সুন্দর মুখ তব, চন্দ্র বলি' ভ্রান্তি যেন
কারো চিত্ত-মাঝে নাহি ঘটে কোনক্রমে।
কালিমা-কলঙ্ক-যুত দেখ ওই শশাঙ্করে,
আর দেখ অকলঙ্ক নিজ চন্দ্রাননে॥

অপিচ:—

ধবল * খটিকা-রসে চিত্রিত করহ যদি
বদন-মণ্ডল;
আর যদি হে সুন্দরি, কপোলে লেপন কর
কালিম কজ্জল,
তা হলেও তব ওই মুখের সহিত
চন্দ্র-ভ্রান্তি ঘটিতে গো পারে কথঞ্চিৎ॥

(চন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া)

মুকুলঙ্ক হে শশাঙ্ক! ভ্রমণ কর কি তুমি
পরকীয়া নারীদের সনে?
তাই উনি দণ্ডচ্ছলে চূর্ণ মাখাইয়া পাণ্ডু
করিলেন ও-তব আননে॥

(নেপথ্যে মহাকোলাহল—সকলের শ্রবণ)

রাজা।—এ কোলাহল কিসের জন্য?

কর্পূর-মঞ্জরী।—প্রিয়সখি! এর কারণটা কি জেনে এসো দিকি।

কুরঙ্গিকার প্রস্থানানন্তর পুনঃপ্রবেশ।

বিদূষক।—আমার মনে হয়, মহারাজ দেবীকে যে বঞ্চনা করেচেন, তারই জন্য এই কোলাহল।

* খটিকা—খড়ি।

কুরঙ্গিকা।—প্রিয়সখি! দেবীকে বঞ্চনা করে' মহারাজ যে তোমার কাছে এসেছেন, এই কথা জান্‌তে পেরে দেবী এইখানে আস্‌ছেন। তাই কুব্জ, বামন, কিরাত, বর্ব্বর, কঞ্চুকী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারীদের এই কোলাহল।

কর্পূর-মঞ্জরী।—(সভয়ে) তবে মহারাজ আমাকে পাঠিয়ে দিন—আমি সুরঙ্গ-পথ দিয়ে রক্ষাগৃহে যাই। তা' হলে আর দেবী আমাদের মিলনের কথা জান্‌তে পার্‌বেন না।

(সকলের প্রস্থান)

ইতি তৃতীয় যবনিকান্তর।

—o—

চতুর্থ যবনিকান্তর।

রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ।

রাজা।—ওঃ! কি ভয়ানক গ্রীষ্ম! কি প্রচণ্ড পবন। এ কি কখন সহ্য হয়?

কেননা:—

এ জগতে, মদনের দুটি মুখ্য উপাদান
মনে হয় অতীব দুঃসহ;—
তীক্ষ্ণ-রবি-কবলিত ঘোরতর গ্রীষ্মকাল,
আর, প্রিয়জনের বিরহ॥

বিদূষক।—

মদনে পীড়িত কেহ, কেহ বা গো নিদাঘে শোষিত,
আমা-বিধ জন কিন্তু দুয়েতেই সমান বর্জ্জিত॥

নেপথ্যে।—তবে কি তোমার মাথা মুড়িয়ে দেব?

রাজা।—(হাসিয়া) বয়স্য! লীলা বনের স্বচ্ছন্দচারী শুক পক্ষীটা বলে কি?

বিদূষক।—আরে ব্যাটা দাসী-পুত্র!—তোকে শূলে দেওয়া উচিৎ।

নেপথ্যে।—আমার যদি পক্ষ না থাকৃত, তা হলে তোমার পক্ষে সকলই সম্ভব হত।

রাজা।—(দেখিয়া) এ কি! পাখীটা উড়ে গেল যে।

(বিদূষকের প্রতি)—

নিশার বিস্তার কমে, দিনমান করে বৃদ্ধি লাভ;
স্বল্পস্থায়ী হয় শশী, রবি-বিম্ব ধরে চণ্ডভাব;

যে বিধির ক্রম এই, নিদাঘ দিবসে,

ক্ষুরধারে বিখণ্ডিত কেন না হবে সে?

কন্তু যদি প্রিয়ার সহিত শুভ-সম্মিলন ঘটে, তবেই গ্রীষ্মকাল সুখের

ননা:—

মধ্যাহ্নে চন্দন-চর্চ্চা, আ-সন্ধ্যা পরিধান
জলার্দ্র বসন;
আ-প্রদোষ জলক্রীড়া, সায়াহ্নে সুশীতল
মদিরা সেবন;
নিধুবন রাত্রিশেষে —এই পঞ্চশর জেনো
প্রবল বিজয়ী;
অবশিষ্ট শর যত ইহাদের তুলনায়
দুর্ব্বল নিশ্চয়ি॥

যক।—ও কথা বোলো না।

তাম্বুলী-লতার পত্র যে সময়ে পাণ্ডু-প্রভা
করয়ে বিস্তার;
যে সময়ে দেখা দেয় তৈল-সুমসৃণ পূগ *
আর সহকার;
কর্পূর চন্দনে যবে সুবাসিত হয় সর্ব্বস্থান;
সেই সে নিদাঘ-কাল—হোক্ সখা তাহার কল্যাণ॥

জা।—

পঞ্চস্বর-তরঙ্গিনী বেণুবাদ্যধ্বনি যাহা শীতল শ্রবণে;
শিশির-সলিল-সহ বারুণী-মদিরা যাহা শীতল বদনে;
সচন্দন স্তন-স্তনী সুন্দরী কামিনী যাহা শীতল শয়নে;

* পূগ—সুপারী।

এই সব নিদাঘের ঔষধ-সমান,
—তাহারাই করে লাভ যারা ভাগ্যবান্ ॥

অপিচ :—

শ্রবণে ভূষণরূপে শিরীষ-ফুলের কি বাহার,
স্তন-পর্ব্বসব মাঝে সিন্দুবার-কুসুমের হার,
অঙ্গ'প'র আর্দ্র-বস্ত্র, কটিদেশে উৎপল-মেখলা,
দুই হস্তে শোভা পায় অভিনব কিসলয়-বালা,
তাপ-ক্লিষ্ট নারীগণ—মধু-ঋতু হইলে গো শেষ,
ধরয়ে সন্তাপহারী এই সব মনোহর বেশ ॥

বিদূষক।—কিন্তু আমি বলি :—

মধ্যাহ্নে চন্দন ঘন সর্ব্ব-অঙ্গে করিয়া লেপন,
সায়ংকালে নিরন্তর করাইয়া সলিলে মজ্জন,
শয্যাতলে বারিসিক্ত তালপত্র করিয়া ব্যজন,
নারীর দাসত্ব করে দেখ এই দুর্জ্জয় মদন ॥

রাজা।—(স্মরণ করিয়া)

প্রতি অঙ্গে নব নব রূপ-ভঙ্গী যে করে ধারণ
— হেন প্রিয়তমা-সনে হয় যার শুভ-সম্মিলন,
দীর্ঘ হইলেও দিন—তার কাছে মুহূর্ত্তের সম,
আর যার নাহি ঘটে প্রিয়া-সনে মধুর সঙ্গম,
দিনগুলি তার কাছে বোধ হয় যেন দীর্ঘতম ॥

(বিদূষকের প্রতি) বয়স্য! তাঁর সম্বন্ধে কোন সংবাদ-বার্ত্তা আছে কি?

বিদূষক।—আছে সখা। তাঁর সুভাষিত কথা বলছি শোনো। যে দিন দেবী কর্পূর-মঞ্জরীকে রক্ষাভবন থেকে সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে

যেতে দেখ্‌লেন, সেই দিন থেকে দেবী পাথর দিয়ে সেই সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করিয়ে দিলেন। অনঙ্গ-সেনা, কলিঙ্গ-সেনা, কাম-সেনা, বসন্ত-সেনা, বিভ্রম-সেনা এই সেনানামধারী পাঁচ জন চামর-ধারিণী দাসী প্রদীপ্ত করবালধারী সহস্র পদাতিকের সহিত, কারামন্দিরের পূর্ব্বদিক রক্ষণের জন্য নিযুক্ত হল। আর অনঙ্গলেখা, চিত্রলেখা, চন্দ্রলেখা, মৃগাঙ্কলেখা, বিভ্রম-লেখা এই লেখানামধারী পাঁচ জন সৈরিন্ধ্রী, পুঙ্খিতশরযুক্ত ধনুহস্তে সহস্র ধানুকী দক্ষিণদিকে স্থাপিত হ'ল। আর কুন্দমালা, চন্দনমালা, কুবলয়মালা, কাঞ্চনমালা, বকুলমালা, মঙ্গলমালা, মাণিক্যমালা, এই মালানামধারী সাত জন তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী, নব-শাণিত-কুন্ত-অস্ত্রধারী সহস্র পদাতির সহিত পশ্চিমদিকে স্থাপিত হ'ল। তা'দের উপর আবার, মদিরাবতী, কেলীবতী, কল্লোলবতী, অনঙ্গবতী, এই বতীনামধারী পাঁচ জন কনক-বেত্রধারী সুভাষিতপাঠিকা পরিচারিকা কুমারী, বন্দীনামধারী সেনার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হ'ল।

রাজা।—অহো! দেবীর এই সমস্ত সরঞ্জাম অন্তঃপুরেরই উপযুক্ত।

বিদূষক।—বয়স্য! ঐ দেখ কি একটা কথা নিবেদন কর্‌বার জন্য দেবী সারঙ্গিকা নামক সখীকে পাঠিয়েছেন।

সারঙ্গিকার প্রবেশ।

সারঙ্গিকা।—মহারাজের জয় হোক্‌! মহারাজ! দেবী আপনাকে জানাতে বল্লেন, আজ এই চতুর্থ দিবসে ভাবি-বট-সাবিত্রী-উৎসব হবে; এই উৎসব-ব্যাপার, "কেলিবিমান"-প্রাসাদে উঠে দেখ্‌তে হবে।

রাজা।—দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য:

(দাসীর প্রস্থান এবং উভয়ের প্রাসাদ-অধিরোহণ)

চর্চ্চরীর প্রবেশ।

দূষক।—

নৃত্যের বিরাম হলে, মুক্তা-আভরণধারী
চলিত-বসনা এই নর্ত্তকীগণ
যন্ত্র-বিনিঃসৃত জল মণিময় পাত্রে ভরি'
পরস্পর গাত্রে দেখ করয়ে সিঞ্চন ॥

এ দিকে আবার!—

নর্ত্তকী বত্রিশ জন আবদ্ধ হইয়া কিবা
বিচিত্র বন্ধনে,
নাচিতেছে ঘুরি ঘুরি তাল লয়-অনুগত
সংযত চরণে।
আরো দেখ দণ্ডাকারে চলিতেছে "দণ্ড-রাশ"
তোমার অঙ্গনে ॥
অপর নর্ত্তকীগণ রেখামাত্র না লঙ্ঘিয়া
দুই সারি হয়ে,
স্কন্ধে স্কন্ধে শিরে শিরে হস্তে হস্তে হয়ে এক
আর বাহুদ্বয়ে,
নাচিয়া নাচিয়া চলে পরস্পর-অভিমুখে
শুদ্ধ তাল-লয়ে ॥
অপর নর্ত্তকী-বৃন্দ রতন-কবচগুলি
করি' উন্মোচন
যন্ত্র-যোগে ধারাজল রঙ্গভরে চতুর্দ্দিকে
করয়ে ক্ষেপণ;
—সেই সব জলধারা পড়ে গিয়া প্রিয়জন-গায়
মনোভব মদনের সুতীখণ বারুণাস্ত্র-প্রায় ॥

এই বিলাসিনীগণ কালিম-কজ্জল-বর্ণ-তনু,
শিখি-পুচ্ছ-আভরণ ধরে—আর তীক্ষ্ণ আঁখি-ধনু;
ভীষণ ব্যাঘ্রের রূপ করিয়া ধারণ
দর্শকজনের করে হাস্য উৎপাদন॥
অপর নারীর দল মহামাংস করিয়া ধারণ,
শৃগাল-চীৎকার-সম করিতেছে হুঙ্কার ভীষণ;
রুদ্রমূর্ত্তি নিশাচরী রাক্ষসী সাজিয়া কতিপয়,
ওই দেখ করিতেছে শ্মশান-দৃশ্যের অভিনয়॥

কটির কিঙ্কিণী বাজে, শিঞ্জিনী নূপুর-মাঝে,
—ওই দেখ অন্য নারী নর্ত্তনে প্রবৃত্ত,
কণ্ঠ-গীতি উচ্ছ্বসিত —তাল-লয়-নিয়ন্ত্রিত,
দেখায় উহারা সবে যোগিনীর নৃত্য॥
অপর রমণীদল চঞ্চল যাদের বেশ
কৌতূহল-বশে
—বাজায় মোহনবেণু; তাদের বিচিত্র ভাব
দেখি' লোকে হাসে'
—নাচি' নাচি' যায় চলি, করয়ে প্রণাম;
প্রণমিয়া চলে, আর হাসে অবিরাম॥

সারঙ্গিকার প্রবেশ।

সারঙ্গিকা।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) মহারাজ দেখ্‌ছি আবার মরকত-কুঞ্জে গিয়ে কদলী-গৃহে প্রবেশ করেচেন। এইবার তবে, নিকটে গিয়ে দেবী যা জানাতে বলেচেন, জানিয়ে আসি। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক্‌। দেবী এই কথা বল্‌তে বল্লেন, আজ সন্ধ্যার সময় তিনি আপনার বিবাহ দিয়ে দেবেন।

বিদূষক।—ওগো! এ অকাল-কুষ্মাণ্ডটা কোথেকে এসে পড়ল?

রাজা।—সারঙ্গিকে! সমস্ত খুলে বল'।

সারঙ্গিকা।—সমস্ত নিবেদন করছি:—গত চতুর্দ্দশীতে দেবী, পদ্মরাগ-মণিময়ী গৌরী তৈরি করে' ভৈরবানন্দকে দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করালেন। আর নিজেও দীক্ষা নিলেন। তার পর যোগীশ্বরকে গুরুদক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। যোগীশ্বর বল্লেন, যদি গুরুদক্ষিণা দিতেই হয়, তা হলে, আমার গুরুদক্ষিণা স্বরূপ, এই মহা-রাজকেই একটি কন্যা দান করা হোক্। দেবী বল্লে, "যে আজ্ঞে গুরুদেব!" যোগীশ্বর আবার বল্লেন;—"এই লাটদেশে চণ্ডসেন নামে এক রাজা আছেন। তাঁর দুহিতার নাম ধনসার-মঞ্জরী। দৈবজ্ঞেরা গুণে বলেচেন, ইনি চক্রবর্ত্তি-গৃহিণী হবেন। তাই মহারাজের সঙ্গে এঁর বিবাহ দেওয়া উচিত। এই গুরুদক্ষিণা যদি দেওয়া হয়, তা হলে রাজা ও চক্রবর্ত্তী হতে পারেন।" তাতে দেবী হেসে বল্লেন, গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। গুরুর এই গুরুদক্ষিণার কথা জানা-বার জন্য দেবী আমাকে পাঠিয়েচেন।

বিদূষক।—কথায় বলে "মাথার উপর সর্প, দেশান্তরে বৈদ্য"—এ যে তাই হল। আজ এখানে হবে বিবাহ, আর লাটদেশে রইল ধন-সার-মঞ্জরী!

রাজা।—ভৈরবানন্দের কতটা ক্ষমতা তা কি তুমি স্বচক্ষে দেখ নি? এখন ভৈরবানন্দ কোথায়?

সারঙ্গিকা।—প্রমোদ-উদ্যানের মধ্যস্থিত চামুণ্ডামন্দিরে, দেবী ভৈরবা-নন্দকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন। সেইখানে আজ দক্ষিণাদানের এই কৌতূহলজনক বিবাহের অনুষ্ঠান হবে। সেই জন্য মহারাজকে এইখানেই এখন থাকতে হবে।

(পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান)

রাজা।—বয়স্য! আমার মনে হয়, এই সমস্ত ভৈরবানন্দই ঘটিয়েচেন।

বিদূষক।—তাই বটে। কেননা, মৃগলাঞ্ছন চন্দ্র-ব্যতীত, কে আর বল চন্দ্রকান্তমণি-পুত্তলিকাকে আর্দ্র কর্‌তে পারে? শরৎ-সমীরণ-ব্যতীত, শেফালিকা পুষ্পকে কে আর বিকসিত কর্‌তে পারে?

ভৈরবানন্দের প্রবেশ।

ভৈরবানন্দ।—এই বটতরুমূলে, উদ্‌ঘাটিত সুড়ঙ্গ-দ্বারের আবরণ-স্বরূপ এই চামুণ্ডা। (করযোড়ে প্রণাম করিয়া পঠন)

মহাকাল কল্পান্তের কেলি-নিকেতনে বসি',
ধাতার সে কপাল-চষকে
যিনি গো করেন পান পুরাতন রক্ত-সুরা
মহানন্দে ঝলকে ঝলকে,
সেই সে চণ্ডীর জয়
গায় সর্ব্ব লোকে॥

(প্রবেশ ও উপবেশন করিয়া) কর্পূর-মঞ্জরী এখনও কেন সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়ে বেরুচ্চে না?

উদ্‌ঘাটিত সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়া কর্পূর-মঞ্জরীর প্রবেশ।

কর্পূরমঞ্জরী।—গুরুদেব, প্রণাম করি।

ভৈরবানন্দ।—যোগ্য বর লাভ কর। এইখানে বোসো।

কর্পূরমঞ্জরী।—(উপবেশন)

ভৈরবানন্দ।—(স্বগত) দেবী যে এখনও আস্‌চেন না?

রাজ্ঞীর প্রবেশ।

রাজ্ঞী।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো ভগবতী চামুণ্ডা। (প্রণাম ও অবলোকন) এ কি! কর্পূর-মঞ্জরীও যে এইখানে। এখন তবে কি করি? (ভৈরবানন্দের প্রতি) সমস্ত বিবাহ-

সামগ্রী আমার নিজগৃহে এনে রেখেচি। সেইগুলি নিয়ে আমি এখনি আস্‌চি।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা বৎসে! তাই করা হোক্।

রাজ্ঞী।—(বারদ্বার পরিক্রমণ)

ভৈরবানন্দ।—(হাসিয়া স্বগত) বুঝেচি, ইনি কর্পূর-মঞ্জরীর স্থান অন্বেষণ কর্‌তে গেলেন। (প্রকাশ্যে) বৎসে কর্পূর-মঞ্জরি! সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়ে দ্রুতপদে গিয়ে স্বস্থানে থাকো। দেবী এখানে এলে আবার এসো।

কর্পূর-মঞ্জরী।—(তথাকরণ)

দেবী।—এই তো রক্ষাগৃহ। এ কি! এখানেও যে কর্পূর-মঞ্জরী। আমি বোধ হয় তবে কর্পূর-মঞ্জরীর মত আর কাউকে সেখানে দেখে থাক্‌ব। বাছা কর্পূর-মঞ্জরি! তোমার শরীর কেমন আছে? (আকাশে) কি বল্‌চ?—আমার শরীরে বেদনা—এই কথা বল্‌চ?

রাজ্ঞী।—(স্বগত) আচ্ছা, আবার তবে সেইখানে যাই। ওলো সখীরা! বিবাহ সামগ্রীগুলি শীঘ্র নিয়ে আয়। (পরিক্রমণ)

কর্পূর-মঞ্জরীর পুনঃপ্রবেশ ও সেইরূপে অবস্থান।

রাজ্ঞী।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এ কি! এইখানে আবার কর্পূর-মঞ্জরী?

ভৈরবানন্দ।—বৎসে বিভ্রমলেখে! বিবাহ-সামগ্রীগুলি কি আনা হয়েচে?

দেবী।—আনা হয়েচে। কিন্তু ধনসারমঞ্জরীর যোগ্য আভরণগুলি আন্‌তে ভুলে গিয়েচি। আবার তবে যাই।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা।

রাজ্ঞী।—(প্রস্থান)

ভৈরবানন্দ।—বৎসে কর্পূর-মঞ্জরি!—সেইরূপ আবার কর।

(কর্পূর-মঞ্জরীর প্রস্থান)

রাজ্ঞী।—(রক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া কর্পূর-মঞ্জরীকে দেখিয়া) এই তো এইখানে কর্পূর-মঞ্জরী। সেও তা'হলে দেখতে ঠিক কর্পূর-মঞ্জরীর মত—তাই আমার ভুল হচ্ছে। (স্বগত) অবাধ-সঞ্চারী ধ্যান-বিমানে করে' যোগীশ্বর বোধ হয় ধনসার-মঞ্জরীকে নিয়ে এসেছেন। (প্রকাশ্যে) ওলো সখি, তোরা আমার কথামত সামগ্রীগুলি নিয়ে আয়। (চামুণ্ডা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য।

ভৈরবানন্দ। -দেবি! বসুন। মহারাজও এলেন বলে'।

রাজা বিদূষক ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ।

(সকলের যথাস্থানে উপবেশন)

রাজ্ঞী।—(নায়িকার প্রতি) ইনি মকরধ্বজেরই যেন মূর্ত্তিমতী সম্পত্তি। শৃঙ্গার-রস-লক্ষ্মী যেন দেহান্তরে অবস্থিতা। ইনি যেন পূর্ণিমা-চন্দ্রের দিবসসঞ্চারিণী জ্যোৎস্না। অথবা যেন বহুমূল্য মাণিক্য-পেটিকা। কিম্বা রত্নময়ী অঞ্জন-শলাকা। অথবা ইনি বুঝি রত্ন-কুসুমের বসন্ত-লক্ষ্মী।

বিশ্বজয়ী এঁর এই রূপ মনোহর
যদি কভু হয় কারো নয়নগোচর,
ধনুকে জুড়িয়া শর অমনি মদন
করে তার চিত্ত-মাঝে বসতি স্থাপন॥

বিদূষক।—(জনান্তিকে) সখা! বুঝিবা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তবে কি না, তটে পৌঁছিলেও নৌকাকে বিশ্বাস নেই। তাই বলি, তুমি এখন চুপ্‌টি করে' থাক।

রাজ্ঞী।—(কুরঙ্গিকার প্রতি) তুমি মহারাজকে সাজিয়ে দেও—আর সারঙ্গিকা ধনসারমঞ্জরীকে সাজিয়ে দিক্।

উভয়ে।—(উভয়ের বিবাহ-যোগ্য বেশভূষা সম্পাদন)

ভৈরবানন্দ।—উপাধ্যায় পুরোহিতকে ডেকে আনা হোক্।

রাজ্ঞী।—মহারাজ! পুরোহিত কপিঞ্জল ঠাকুর এইখানেই রয়েচেন।

বিদূষক।—আমি তো প্রস্তুতই আছি। এসো সখা, তোমার চাদরে গাঁঠ বেঁধে দি। এখন তোমার হস্ত দিয়ে কর্পূর-মঞ্জরীর হস্ত-ধারণ কর।

রাজ্ঞী।—(চমৎকৃত হইয়া) কর্পূর-মঞ্জরী কোথায়?

ভৈরবানন্দ।—(তাঁর মনের ভাব বুঝিয়া বিদূষকের প্রতি) তোমার বিষম ভ্রম হয়েচে;—কর্পূর-মঞ্জরীরই আর একটি নাম ঘনসার-মঞ্জরী।

রাজা।—(হস্ত গ্রহণ করিয়া)

"রঙ্গ-"ধাতু-ফলকের সূক্ষ্মাগ্র যেমতি সুতীক্ষণ,
কেতকী-কুসুম-গত গর্ভদল-কণ্টক যেমন,
সুন্দরীর তনুস্পর্শে তেমতি আমার
সর্ব্ব-অঙ্গে হ'ল কিবা পুলক-সঞ্চার॥

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! এইবার সাত পাক দেও। অগ্নিতে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ কর।

রাজা।—(সাত পাক দিয়া ভ্রমণ)

নায়িকা।—(ধূম-হেতু মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

রাজা।—(পরিণয় সম্পাদন)

রাজ্ঞী।—(সপরিবারে প্রস্থান)

ভৈরবানন্দ।—পুরোহিতের দক্ষিণা দেওয়া হোক্।

রাজা।—দেওয়া যাচ্চে। বয়স্য! তোমাকে একশত গ্রাম দান করলেম্!

বিদূষক।—কল্যাণ হোক! (নৃত্য)

ভৈরবানন্দ।—মহারাজ! আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য করব বলুন।

রাজা।—যোগীশ্বর! আমার এখন আর কি প্রিয়কার্য্য আছে?

কেননা :—

কুন্তলেশ-দুহিতার করস্পর্শে যে সুখ আমার,
সে সুখের তুলনায় মোর কাছে স্বর্গসুখো ছার ।
লভিলাম রমণীয় চক্রবর্ত্তী রাজার পদবী,
পালন করিব এবে সযতনে সমগ্র পৃথিবী ॥

তথাপি এই রূপ যেন হয় :—

সত্যেতে আনন্দ লাভ করে যেন সজ্জন সকল,
নিত্য কষ্ট পায় যেন দুষ্টবুদ্ধি দুর্জ্জনের দল ।
সত্যাশিষ হয় যেন হেথাকার ব্রাহ্মণ সকলে,
বর্ষুক সঞ্চিত মেঘ শস্যোচিত সলিল ভূতলে ।
লোভ-পরাঙ্মুখ যেন হয় সর্ব্বলোক,
অনুদিন তাহাদের ধর্ম্মে মতি হোক্ ॥

ইতি শ্রীরাজশেখর-বিরচিত কর্পূর-মঞ্জরী ।

শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

গ্রন্থ।